Vol. 10 | No. 2 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জায়সী ও আলাওল [শুক-খণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা]

Volume	10
Issue	2
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	December 16, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i2.1
Pages	1-50
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
দশম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত ঃ ১৩৭৩

Check for updates

জায়সী ও আলাওল

[শুক-খণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা]

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

এ অধ্যায়ে আমি 'শুক-খণ্ড', 'রত্নসেন-জন্ম-খণ্ড', 'বনিজারা-খণ্ড', 'নাগমতী-শুক-সংবাদ খণ্ড', এবং 'রাজা-শুক-সংবাদ খণ্ড' একসঙ্গে আলোচনা করেছি। মূলের সব কয়টি সর্গই শুক-সংক্রান্ত ব'লে আলোচনায় এ অধ্যায়ের নাম 'শুক-খণ্ড' রাখা হ'ল। মূলের শুক-খণ্ডের জায়সীর পাঠের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে।

॥ ১ ॥ 'তুলারী'[১] পদ্মাবতী সেখানে অর্থাৎ মান সরোবরে খেলছিল। অন্য দিকে রাজমহলে বিড়াল দেখে শুক বিচার করল যে যতদিন শরীরে পাখা আছে ততদিন উড়ে চলাই বাঞ্ছনীয়। সে প্রাণ বাঁচিয়ে বনে উড়ে এল। সেখানে অনেক পক্ষীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। তারা সবাই তাকে আদর ক'রে তার সামনে এক ফলিত শাখা রাখল। যতক্ষণ খাদ্য মানুষের জন্য প্রস্তুত থাকে, ততক্ষণ তা' কোনক্রমেই নিঃশেষ হয় না। আহার্য গ্রহণ ক'রে তার মনে সন্তোষ এল। যত দুঃখ ছিল সব সে বিস্মৃত হ'ল। হে প্রভু, তুমি সংসারের সকল প্রাণীর জন্য আহার সংস্থান ক'রে তাকে পালন কর। প্রস্তরের মধ্যে যে পতঙ্গ বাস করে তাকেও তুমি বিস্মৃত হও না। যেখানে যে তোমাকে স্মরণ করেছে তাকেই তুমি আহার দিয়েছ।

বিয়োগের শোক সে পর্যন্তই বর্তমান থাকে যতক্ষণ উদরে খাদ্যবস্তু না পড়ে। তারপরই মানুষ সব কিছু বিস্মৃত হয়। এবং পূর্বের অবস্থা হয় যেন স্বপ্নের মিলন।[২]

॥ ২ ॥ ভাণ্ডারী বা গৃহরক্ষক এসে পদ্মাবতীকে জানাল যে মার্জার গৃহে প্রবেশ করেছে। জিজ্ঞাসিত হ'লে যে শুক উত্তর দিত সে উড়ে গেছে। এখন শূন্য পিঞ্জর আর কথা বলে না। রাজকুমারী যখন একথা শুন্‌ল তখন তার সকল সুখ শেষ হ'ল। চন্দ্রকলায় যেন গ্রহণ লাগল এবং আকাশ ছেয়ে গেল তারায় তারায়[৩] (অশ্রুবিন্দু)। বাঁধ ভেঙে সরোবর উচ্ছ্বসিত হ'ল। কমল-রূপী নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হ'ল এবং ভ্রমররূপী কালো পুত্তলি যেন উড়ে যেয়ে আত্মগোপন করল। নক্ষত্ররূপী অশ্রু যেন গলে প'ড়ে সরোবর জেগে উঠ্‌ল। বিচূর্ণ হ'ল তার মোতীর মালা এবং ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বাঁধ এত সংকীর্ণ ছিল যে চারিদিক থেকে তা' ভেঙ্গে পড়ল। পদ্মাবতী বলল, 'হে সখী, শুকপক্ষী উড়ে যেয়ে কোথায় বসেছে সন্ধান কর। সে ধরিত্রীতে আছে না স্বর্গে গেছে, যেখানে পবন পৌঁছুতে পারে না?'

॥ ৩ ॥ সখীরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, 'পক্ষী চ'লে গেছে, তাকে এখন কোথায় পাবে? যতক্ষণ সে পিঞ্জরে ছিল, ততক্ষণ সে বন্দী থেকে তোমার সেবা করেছে। এখন সে বন্ধনমুক্ত হয়েছে, কেন সে পুনরায় বন্ধনে আস্‌বে? সে তো উড়ান ফল[৪] (যে ফল খেয়ে পাখীরা উড়তে পারে) খেয়েছিল যেদিন সে পাখী হয়েছিল এবং তার শরীরে পাখা গজিয়েছিল। পিঞ্জর যার ছিল, তাকেই দিয়ে গেছে। যার যা ছিল সে তাই পেয়েছে। যে পিঞ্জরে দশটি দরজা[৫] আছে সে পিঞ্জরে থেকে পাখী বিড়ালের হাত থেকে কি ক'রে বাঁচবে? এ-পৃথিবীতে এভাবে কত প্রাণীই না গ্রাস পেয়েছে। পৃথিবীর উদর এত বৃহৎ যে যা কিছু সে গ্রাস করে তা' আর প্রত্যর্পণ করেনা। যেখানে রাত নেই, দিনও নেই, পবন নেই, পানিও নেই, শুক সেখানেই চলে গিয়েছে। কে তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?'

॥ ৪ ॥ শুক দিন দশ শান্তিতেই কাটালো। একদিন এক ব্যাধ জাল নিয়ে গোপনে সে-বনে লুকিয়ে রইল। ভূমিতে পা চেপে চেপে সে এগিয়ে এল, পাখীরা

এ দেখে শঙ্কিত হ'ল। তারা পরস্পর বল্‌ল, 'একী অশুভ দৃশ্য দেখছি যে একটি বৃক্ষ হেঁটে আস্‌ছে। এ বনে আমাদের জীবন শেষ হ'ল, কিন্তু কখনও চলন্ত বৃক্ষ দেখিনি। আজ যে বৃক্ষ চল্‌ছে, এ কিন্তু শুভ লক্ষণ নয়। চল, আজ আমরা এ বন ছেড়ে চ'লে যাব।' তখন সব পাখী উড়ে অন্য বনে চলে গেল। শুধু পণ্ডিত শুক ভুলক্রমে সেখানে বসে রইল। চতুর্দিকেই শাখা দেখে সে ভাব্‌ল যে, সে একটি রাজত্ব পেয়েছে। সে নিশ্চিন্তে বসে রইল এবং এক ব্যাধ এগিয়ে এল। পঞ্চমুখী বাণ নিয়ে সে এল। প্রতিটি বাণের মুখে আঠা লাগাল। তার পাখায় এবং দেহে আঠা লেগে গেল। কি ক'রে সে এখন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে?

॥ ৫ ॥ যখন শুক সুখ-চিন্তার বিভোর, তখন সে বন্ধন-গ্রস্ত হ'ল। ব্যাধ তার পাখা বেঁধে তাকে পেটারীর মধ্যে রাখল। বন্দীদশায় অন্যান্য পাখীরা বিলাপ করতে লাগল: 'যে আঙুর ছিল মধুর, তা কি ক'রে বিষাক্ত বাণে পরিণত হ'ল, যা সেবন ক'রে পাখীদের পাখা ভাঙ্‌ল এবং তাদের মরণ হ'ল। যদি ভোজনের আশা না হ'ত, তাহলে চার নিয়ে ব্যাধ গোপনে ব'সে থাকত না। এই বিষময় চারে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। কালরূপ বাণ হাতে নিয়ে ব্যাধ এসেছিল। মিথ্যা মায়ায় মন বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাই গর্বে যখন শরীর ফুলে উঠছে তখন আমাদের পাখা ভাঙ্‌ল। এ-মন অত্যন্ত কঠিন, আহত হ'য়েও মরে না। ভোজন লোলুপ ব'লে চার দেখতে পায় কিন্তু কালরূপ ফাঁদ দেখতে পায় না। বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে আমরা আমাদের বুদ্ধি হারিয়েছি। কিন্তু তুমি, হে পণ্ডিত শুক, তুমি কি ক'রে বিভ্রান্ত হ'লে?'

॥ ৬ ॥ শুক বলল, 'আমিও এভাবেই বিভ্রান্ত হ'য়েছিলাম। যে গর্বের হিন্দোলায় আমি দুল্‌ছিলাম, তা' ভেঙে গেল। আমি কদলী বনে আশ্রয় নিয়েছিলাম সুখের ইচ্ছায়। কিন্তু সেখানেও বৈরী কণ্টকে (অর্থাৎ ব্যাধের ফাঁদে) বিদ্ধ হ'লাম। চঞ্চু দিয়ে কত প্রকার ফল আহার করেছিলাম। কিন্তু ব্যাধ এসে সমস্ত কিছু বিষাক্ত ক'রে দিল। কেন বৃক্ষে এত ভোগ্য ফল ছিল, যা'র প্রতি লোভাতুর হ'লাম ব'লে ব্যাধ গোপনে এসে পক্ষীদের বন্দী কর্‌ল? প্রাণী ধন সংগ্রহ ক'রে সুখী এবং নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু কখনও চিন্তা করেনা মৃত্যু আসবে। সেভাবে, সুখ-সাধন-সামগ্রীর মধ্যে থেকে গর্বের মোহে আমিও ভুলে

গিয়েছিলাম মৃত্যুর কথা। যে-সুখ বিধাতার নিকট থেকে পেয়েছিলাম, গর্বের কারণে সে বিধাতাকেই আমি ভুলেছিলাম। তার ফলেই আমি আজ পিঞ্জরাবদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত চরণে সংশয় ছিল না অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত মুক্ত ছিলাম, ততদিন সুখে খাদ্য গ্রহণ করেছি। এখন যখন গলায় ফাঁদ পড়েছে, তখন রোদনে কি ফল?'

॥ ৭ ॥ উত্তর শুনে সকলে অশ্রু মুছল এবং বলল, 'পাখীর মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণীর দেহে কে পাখা দিয়েছিল? যদি পাখীরা উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্নই হ'ত তাহলে পণ্ডিত শুককে একটি বিড়াল নিশ্চয়ই ধরতে পারত না। বুদ্ধিমান হ'লে কি বনে তিতির চীৎকার ক'রে আপন গলায় ফাঁদ পেতে নিত? যেদিন আমাদের দেহে পাখা গজিয়েছে সেদিনই আমাদের নিধনের জন্য ব্যাধেরও জন্ম হয়েছে। আমরা লোভ করেছি এবং ব্যাধ ফাঁদ পেতেছে; আমরা গর্বিত থেকেছি এবং ব্যাধ আমাদের হত্যার ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা নিশ্চিন্ত থেকেছি এবং সে গোপনে এসেছে। ব্যাধের দোষ কি, দোষ তো আমাদের। যে-পাপের জন্য প্রাণ দিতে হয় সে-পাপ কেন করব? এখন তো ব'লবার আর কিছু নেই। হে পক্ষীরাজ, এখন তো মৌন থাকাই শ্রেয়।'

এ-সর্গটি মূলতঃ ঘটনা-বিবৃতি। একটি তত্ত্ব-স্থাপনও আছে। জায়সী পিঞ্জর এবং শুক দ্বারা শরীর এবং আত্মার অস্থায়ী সম্পর্কের সংকেত করেছেন। যে-শরীরে দশটি দ্বার আছে সে-শরীরে অবস্থানকারী প্রাণ কালরূপ মার্জারের হাত থেকে কি ক'রে বাঁচবে?

আলাওল মূলকে এখানে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। অল্প কয়েকটি মাত্র পরিবর্তন আছে। যেমন, রাজমন্দিরে বিড়ালকে দেখে শুক পালাবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিল। অনুবাদে আলাওল বিড়ালের কথা বলেননি। মূলে আছে যে শুককে দেখে বনের পাখীরা তার সামনে ফলিত শাখা রাখল, অনুবাদে আলাওল বলেছেন যে বনের পাখীরা তাকে 'নানা দ্রব্য ফল' খেতে দিল। দ্বিতীয় স্তবকে মূলে নয়ন এবং নয়নের তারার সঙ্গে কমল এবং মধুকরের যে রূপঅতিশয়োক্তি ব্যঞ্জনা, বালা অনুবাদে তা' যথেষ্ট সংক্ষেপিত হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে মূলে আছে যে, একটি বিশেষ ফল খেয়ে পাখীরা উড়তে শেখে, অনুবাদে আলাওল তা বাদ দিয়েছেন। নৃপত্রাসে শুক বনে উড়ে গেল, এ-কথাটি আলাওলের

সংযোজন, মূলে নেই। দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেননি—যেখানে আছে যে, যে-বনে শুক গিয়েছে, সেখানে রাত নেই, দিন নেই, পানি নেই, পবন নেই। এর পরিবর্তে আলাওল লিখেছেন যে, সখীর প্রবোধ-বচনে আশ্বস্ত হ'য়ে পদ্মাবতী গৃহে ফিরে গেল। সর্গান্তে আলাওল একটি গান যোগ করেছেন, যা মূলে নেই।

এরপর রত্নসেনের জন্ম-বিবরণসূত্রে জায়সী লিখেছেন—'চিত্রসেন চিতোর গড়ের রাজা ছিলেন। তিনি দুর্গ [৬] নির্মাণ ক'রে তাকে চিত্রের মতো শোভিত করলেন। তাঁর বংশে রত্নসেন নামে রত্নসদৃশ কান্তিপূর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। ধন্য সেই জননী যিনি এই পুত্রের জন্ম দিলেন। পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগণ তার কররেখা দেখে, শারীরিক লক্ষণ এবং লগ্ন-বিচার ক'রে বল্লেন, এ পুত্র বংশকে উজ্জ্বল করবে এবং এর মস্তকে রত্নজ্যোতি ও মণি শোভিত হবে অর্থাৎ এ-পুত্র কীর্তিমান নৃপতি হবে। রত্নজ্যোতি-স্বরূপা পদ্মাবতীর সঙ্গে এর মিলন ঘটবে। তাদের মিলন হবে সূর্য-চন্দ্রের সম্মিলনের মতো। যেভাবে মালতী পুষ্পের জন্য ভ্রমর বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করে, এও তেমনি পদ্মাবতীর জন্য যোগী হবে। সিংহল দ্বীপে যেয়ে পদ্মাবতীকে পাবে এবং সেখানে সিদ্ধকাম হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চিতোরে ফিরে আসবে। এ-পুত্র ভোজরাজার মতো ভোগী হবে এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো খ্যাতিমান্ হবে। জ্যোতিষী রত্নসেনকে পরীক্ষা ক'রে তার সমস্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করলেন।'

আলাওলের অনুবাদে দুর্গকে চিত্রের মতো শোভিত করার কথা নেই, ভোজরাজার মতো ভোগলিপ্সা এবং বিক্রমাদিত্যের মতো খ্যাতি এ-দুটি উপমা নেই। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, একথা আলাওল যোগ করেছেন।

এর পরের কাহিনীটি হচ্ছে চিতোরের জনৈক ব্রাহ্মণের। সে চিতোর থেকে সিংহলে এসেছিল এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা করতে। আলাওল এখানে মূলকে প্রায় যথাযথ অনুসরণ করেছেন। কোথাও ভাবসংক্ষেপ আছে, কিন্তু ঘটনা বা বর্ণনা-ব্যতিক্রম উপস্থিত করেননি। মূল কাহিনী-অংশের অনুবাদ নিম্নে পরিবেশিত হচ্ছে :

॥ ১ ॥ চিতোর গড়ের এক বেনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিংহল দ্বীপে চল্‌ল। সেখানে এক অধম ভিখারী ব্রাহ্মণ ছিল, সেও বেনের সঙ্গ নিল। সে ব্যবসা ক'রে টাকা বৃদ্ধি ক'রে লাভবান হবার আশায় কথঞ্চিৎ ঋণ সংগ্রহ করল। কঠিন পথে যেতে তার প্রভূত কষ্ট হ'ল, অবশেষে সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে সিংহল দ্বীপে উপনীত হ'ল। হাট দেখে মনে হ'ল অন্তহীন। সমস্ত বস্তুই পর্যাপ্ত, ক্ষুদ্র সামগ্রী কোথাও দৃষ্টিতে পড়ল না। সেখানকার বাণিজ্য উচ্চকোটির। সেখানে লক্ষ কোটি মুদ্রার হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সহস্র মুদ্রা মূল্যের কোনও বস্তুর কথা সেখানে কেউ শোনেনি। সকলেই ক্রয়-বিক্রয়-শেষে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করল। ব্রাহ্মণ আর কি করবে? তার পুঁজি তো ছিল অল্প।

॥ ২ ॥ 'ব্যর্থ হ'ল আমার হাট। কেনই বা এখানে এসেছিলাম। বাণিজ্য হ'লনা, শুধু পেলাম পশ্চাত্তাপ। লাভের আশায় এ-হাটে এসেছিলাম কিন্তু লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই হারিয়ে বসেছি। আমার মন কি শুধু মরণের শিক্ষাই পেয়েছে? আমি কি এখানে মরব ব'লে এসেছিলাম? আমার ভাগ্যে কি মৃত্যুই লেখা আছে? আমার চলবার ক্ষমতা অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি কুৎসিৎ বাণিজ্য করলাম অর্থাৎ ভালো ব্যবসা করতে পারলাম না। লাভ তো দেখলাম না, মূলধনও হারালাম। কি যে কর্মবীজ পূর্বজন্মে বপন ক'রেছিলাম যার ফলে এ-জন্মে ঘরের পুঁজিও খুইয়ে ব'সেছি। যে ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা করলাম, সে যদি দরজার কাছে দাঁড়ায় ঋণশোধের দাবীতে, তাকে আমি কি দেব? আমি রিক্ত হস্তে কি ক'রে গৃহে প্রবেশ করব? সে যখন জিজ্ঞেস করবে তখন তাকে কি উত্তর দেব? আমার সাথী চ'লে গেল এবং আমার সত্য বিচলিত হ'ল অর্থাৎ আমার সুনাম নষ্ট হ'ল। আমার এবং আমার সাথীর মধ্যে এখন সমুদ্র ও পাহাড়ের ব্যবধান। আশা করেছিলাম কিন্তু নিরাশিত হয়ে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। হে বিধাতা, তুমিই আমার অবলম্বন।'

॥ ৩ ॥ তখন ব্যাধ সেখানে এল স্বর্ণকান্তি এবং অনুপম শুকপক্ষী নিয়ে। যে হাটে রত্ন এবং মাণিক্যের বেসাতী হয়, সেখানে শুককে বিক্রয়ের জন্য আন্‌ল। কিন্তু শুকের মতো পতঙ্গকে কে কিন্‌বে, যে অর্ক গাছে বসতি করে এবং সর্বক্ষণ উড়ে চলে যেতে চায়? ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে ভাব্‌ল, এ-শুক কি গুণবন্ত না

নির্গুণ? এবং শুককে জিজ্ঞেস করল, 'হে পার্বত্য জীব, বল, তুমি কি বুদ্ধিমান? তোমার গুণকে চিত্তে সংগুপ্ত রেখো না। তুমি এবং আমি উভয়েই ব্রাহ্মণ গোত্রভুক্ত এবং সকলেই পরস্পরের জাতিপরিচয় জিজ্ঞেস করে। যদি পণ্ডিত হয়ে থাক, তবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ কর। জিজ্ঞেস না করলে কারও সত্যিকারের ভেদ বা বিশিষ্টতা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। আমি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত। তুমি আপন গুণকীর্তন কর। যে ব্যক্তি কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তির সম্মুখে ভাষণ দেয় তার দ্বিগুণ লাভ হয়।'

॥ ৪ ॥ 'আমার গুণ তখনই ছিল যখন আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষী ছিলাম। কিন্তু এখন যখন মঞ্জুষায় বন্ধ ক'রে ব্যাধ আমাকে বিক্রয়ের জন্য এনেছে, তখন আমার মধ্যে আর কোন্ গুণ অবশিষ্ট রইল? যে চতুর হয়, সে কেন বিক্রীত হবে? আমি এখন বিক্রীত হতেই চাই, কেননা আমি আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। আমি এ-হাটে দুটি পথ দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে চাই বিধাতা আমাকে কোন পথে পরিচালিত করেন। ক্রন্দন করছি। তার ফলে রক্তরূপ অশ্রুতে মুখে রক্তিম হয়েছে। পিঙ্গলবর্ণ হয়েছে শরীর। এখন আমি কি কথা উচ্চারণ করব? আমার কণ্ঠদেশে লাল এবং কালো দুটি রেখা। এগুলো বন্ধনের মতো, তাই আমি প্রাণভয়ে শঙ্কিত। এখন এ বন্ধনকে আমি ভালো করে চিনেছি। দেখা যাক এ-বন্ধন আমার কি করতে পারে। আমি অনেক পড়েছি এবং বিচার করেছি, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভয় আমার অনেক। সংসার অন্ধকারপূর্ণ। আমি আমার বুদ্ধি হারিয়েছি এবং এখন আমি অত্যন্ত হতবিহ্বল।'

॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণ এ কথা শুনে ব্যাধকে বিনয় ক'রে বললেন, 'পাখীর প্রতি কৃপা কর এবং হত্যা ক'র না। তুমি নিষ্ঠুর হ'য়ে প্রাণীহত্যা করছ। এ হত্যা-জনিত পাপের জন্য তোমার কি শঙ্কা নেই?' ব্যাধ বলল, 'পাখী সম্বন্ধে (অর্থাৎ পাখী বন্দী করেছি ব'লে) আমার কেন দোষ হবে? নিষ্ঠুর তো সেই যে অন্য প্রাণীর মাংস আহার করে। মানুষ ক্রন্দনরত অবস্থায় জন্মলাভ করে এবং ক্রন্দনের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করে; পরন্তু ভোগ-সুখের লোভ সে ত্যাগ করে না। সে জানে যে, দেহ একদিন শেষ হবে, কিন্তু তবু সে অন্য

প্রাণীর মাংস আহার ক'রে এ দেহকে পোষণ করে। যদি অন্য প্রাণীর মাংস আহারের জন্য মানুষের লোভ না থাকত তাহলে ব্যাধ কেন পাখী শিকার করবে? যে ব্যাধ নিত্য পাখী ধরে সে তা' বিক্রয় করে এবং আহারের জন্য লোভ করে না।

ব্রাহ্মণ শুককে ক্রয় করল যখন জানল যে শুক বেদজ্ঞ। সে তাকে নিয়ে সাথীদের সঙ্গে চিতোরের পথে চল্‌ল।

॥ ৬ ॥ ইতিমধ্যে চিত্রসেনের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে। এবং রত্নসেন চিতোরের রাজা হয়েছেন। তাঁর কাছে সংবাদ এল যে সিংহল থেকে বণিকেরা প্রত্যাবর্তন করেছে। গজমুক্তা-পূর্ণ ঝিনুক তারা এনেছে; আরও এনেছে সিংহল দ্বীপের অনেক পদার্থ। এক ব্রাহ্মণ একটি শুক পক্ষী এনেছে, সে-শুক স্বর্ণকান্তি এবং অনুপম। তার কণ্ঠদেশে শ্যাম এবং রক্তিম দুটি রেখা। তার পাখা এবং পৃষ্ঠদেশ রক্তিম বর্ণে চিত্রিত। তার দুই নয়ন আরক্তিম এবং চঞ্চুও রক্তবর্ণ এবং তার বাণী অমৃতসদৃশ। তার মস্তকে টিকা এবং স্কন্ধে ব্রহ্মসূত্র। মনে হয় সে যেন ব্যাস কবি অথবা চতুর সহদেব।

তার বাক্য অর্থপূর্ণ এবং সে-বাক্য শুনে স্বীকৃতিতে সকলেই শির-সঞ্চালন করে। এ অমূল্য শুক রাজমহলে আশ্রয় পাবার যোগ্য।

॥ ৭ ॥ রাজার আজ্ঞা শুনে দশজন সেবক দৌড়ে গেল এবং ব্রাহ্মণ ও শুককে নিয়ে দ্রুত ফিরে এল। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এ-শুক আমার প্রাণ। আমি একে কখনও দূর করব না। কিন্তু উদর বড় বিশ্বাসঘাতক। সন্ন্যাসী হোক বা তপস্বীই হোক, সকলেই এর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। যদি শয্যাবরণ না থাকে অথবা সেজ না থাকে সেখানে হাতকে উপাধান বানিয়ে মানুষ ভূমিপৃষ্ঠে শয়ন করে। যে অন্ধ সে কিছুই দেখেনা। যে মূক, কথা বলার সামর্থ্য তার থাকে না। যে বধির সে কিছুই শ্রবণ করে না। কিন্তু উদর কখনও নির্গুণ থাকতে পারে না (অর্থাৎ ক্ষুধার্ত থাকতে পারে না)। কিন্তু উদর নিত্যই দোষী। তাই প্রাণী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। তবুও সন্তুষ্ট হয় না। উদরই আমাকে ভিক্ষাপ্রার্থনায় এখানে এনেছে

এবং আমার মধ্যে ক্ষুধা এবং পিপাসা সৃষ্টি করেছে। যদি উদরের মতো বৈরী কেউ না থাকত, তবে মানুষের অসম্পূর্ণ আশা ব'লে কিছু থাকত কি?'

॥ ৮ ॥ শুক আশীর্বাদ করল, 'মহারাজ, আপনার শোভা মহান হোক্, প্রতাপ ব্যাপক হোক এবং রাজ্য অখণ্ডিত হোক। ঈশ্বর আপনাকে ভাগ্যশালী করেছে। যেখানে ভাগ্য আছে সেখানে সৌন্দর্যও আছে। মানুষ মানুষের কাছে আশা নিয়ে আসে। যে নিরাশ হয় সে আপন আসনে মৌনভাবে ব'সে থাকে। বিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে যদি কেউ কিছু বলে তবে তার বলা ব্যর্থ হয়। সহদেব বলেন, যে পাঠ করে এবং বেদের সম্মতি অনুসারে বিচার করে, তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। কোনও গুণীই আপন প্রশংসা আপনি করে না। যদি গুণ বিক্রয়ের জন্য হয়, তবে সে গুণ কে কামনা করে? যতক্ষণ গুণ প্রকট না হয় ততক্ষণ তার কর্ম স্পষ্ট হয় না। আমার নাম হীরামনি। আমি চতুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। আমি পদ্মাবতীর সঙ্গে আপনার মিলন ঘটাব এবং সেখানে আপনার সেবা করব।'

॥ ৯ ॥ রত্নসেন হীরামনিকে চিনলেন জ্ঞানী ব'লে এবং ব্রাহ্মণকে একলক্ষ মুদ্রা দিয়ে শুককে ক্রয় করলেন। বিপ্র আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় নিল এবং শুক রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করল। শুকের ভাষা আমি কি ক'রে বর্ণনা করব। ধন্য সে যে তার নাম হীরামনি রেখেছে। যখন সে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল যেন মোতীর হারের গ্রন্থিবন্ধন হচ্ছিল। যখন সে কথা বলত তখন সে অমূল্য শব্দ উচ্চারণ করত। তা না হলে সে মৌন থাকত। মনে করতে হবে যে তার মুখে অমৃত রাখা হয়েছে। শুককে গুরু জ্ঞান ক'রে সমস্ত সংসার তার শিষ্য হয়েছে। যখন সে সূর্য এবং চন্দ্রের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করত তখন সে কাহিনী দ্বারা সকলের চিত্ত বশীভূত হত। যারাই শুনত, তারাই প্রশংসায় মাথা নাড়াত। তার উপর ছিল রাজার অগাধ বিশ্বাস ও প্রেম। লোকেরা বলত, এত গুণবন্ত শুক ভাল নয়। হয়তো সে কোনোদিন কাউকে উন্মাদ করে দেবে।

মূলের শেষ স্তবকে কৌতুক ও রহস্যের যে সংবিধান আছে, আলাওল সে অংশটুকু বর্জন করেছেন। সূর্য এবং চন্দ্রের প্রেমের কাহিনী এবং সে কাহিনী শুনে

উন্মাদ হবার যে সম্ভাবনা, তার মধ্যে রত্নসেন ও পদ্মাবতীর পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষার সম্মোহের ইঙ্গিত আছে। এ অংশে আলাওলের পাঠ নিম্নরূপ :

রত্নসেন নৃপ হীরামনিকে চিনিলা।
একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণেরে দিলা॥
নৃপ গৃহে থুইল শুক করিয়া সম্মান।
আশীর্বাদ দিয়া বিপ্রে করিলা পয়ান॥
পরম সুন্দর শুক সমধিক গুণী।
ধন্য নাম তাহার রাখিল হীরামনি॥
বচন কহিতে মাত্রে অমিয় বরিষে।
নহে মৌন হই থাকে পরম হরিষে॥
নানা সুপ্রসঙ্গ জ্ঞান কথা অনুসারে।
নৃপ চিত্ত ডুবায়ন্ত আনন্দ সাগরে॥
আগম পুরাণ বেদ রসের আমূল।
শুনি শিষ্যরূপে নৃপ ভাবে গুরুতুল॥

এর পরের ঘটনায় পাই যে রাজা শিকারে গেলেন এবং সে-অবসরে নাগমতী পদ্মাবতীর রূপের সংবাদ শুনলেন শুকের কাছে। ঈর্ষাযুক্ত হয়ে ধাত্রীকে নির্দেশ দিলেন শুককে হত্যা করবার জন্য, কিন্তু বুদ্ধিমতী ধাত্রী শুককে হত্যা না ক'রে লুকিয়ে রাখল। রাজগৃহে ফিরে শুককে না দেখে রাজা ব্যাকুল হলেন। সমস্ত সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন রাণীর প্রতি। রাজাকে ক্রোধমুক্ত ক'রে ধাত্রী গোপন কক্ষ থেকে শুককে এনে দিল। শুককে গোপন করার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে রাণী বললেন, 'হে রাজন আমি আপনার প্রেমের মর্ম আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। সারা বৎসর ধ'রে যে আপনার সেবা করেছে, একটি অবগুণে তাকে লাঞ্ছিত করবেন, এ কেমন কথা? মিলনের পরও শঙ্কা থাকে যে আপনি অনেক দূরে। আমি তো বুঝেছিলাম যে আপনি আমার সান্নিধ্যে আছেন, কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে বিচার ক'রে জানলাম যে আপনি সকলের চিত্তেই অধিষ্ঠিত। আপনি যার প্রতি কৃপা করবেন, সেই তো ভালো, তা' সে রাণীই হোক বা দাসীই হোক্। কেউ আপনাকে জয় করতে পারে না।

গুণজ্ঞ বররুচি[৮] এবং লোকপ্রিয় মহারাজা ভোজও আপনার নিকট পরাজিত হয়েছে। যে আপনার সাক্ষাৎকার কামনা করে, একমাত্র আত্মবিস্মৃতির পরই সে আপনাকে পেতে পারে।'

এর পরের অংশ হচ্ছে রাজার সঙ্গে শুকের সংলাপ। এ অংশটি 'নখশিখ' বা রূপচর্চা অধ্যায়ের মুখবন্ধের মতো।

রাজা শুকের নিকট সত্য সংবাদ জানতে চাইলেন, কেননা সংসারে সত্যই সারভূত বস্তু। সত্যবিহীন মানুষ শাল্মলীর মতো। সত্যকথনের দ্বারা মুখের শ্রীবৃদ্ধি হয়। যেখানে সত্য আছে, সেখানে তার সহচর হিসেবে ধর্মও আছে। সত্যকে আধার ক'রেই সৃষ্টি বেঁচে আছে। লক্ষ্মীদেবীও সত্যের দাসী। সত্যের সঙ্গে সাহস এবং সিদ্ধি বিজড়িত। যিনি সত্যভাষী তিনিই যথার্থ পুরুষ। সতী স্ত্রী সত্যরক্ষার জন্য চিতায় অগ্নিসংযোগ ক'রে দেহকে প্রজ্জ্বলিত করে।[৯] যে সত্য রক্ষা করেছে সে উভয়লোক উত্তীর্ণ হয়েছে। যে সত্যভাষী সে দৈবেরও প্রিয়তম হয়। যে সত্যকে ছেড়ে ধর্মকে বিনাশ করেছে সে মতিহীন। তুমি চতুর এবং বুদ্ধিমান, তুমি কখনও অসত্য বলবে না। তুমি বল তো অপরাধ কার?

শুক বলল, 'মহারাজ, সত্য বলতে যেয়ে প্রাণ যদি যায় তাও ভালো, কিন্তু আমি কখনও অসত্য বলব না। আমি এ সত্যকে নিয়ে সিংহলের রাজমহল ত্যাগ ক'রে এসেছি। সেখানকার রাজার কন্যা পদ্মাবতী — পদ্মপরাগ-সুগন্ধিত শশীসদৃশা। তার মুখ চন্দ্রের মতো শুভ্র এবং শীতল। তার স্বর্ণশরীর দ্বাদশাদিত্যের ভাতির মতো উজ্জ্বল এবং মলয়-বাস-যুক্ত। সিংহলে অনেক পদ্মিনী রমণী আছে, কিন্তু সুগন্ধে এবং রূপে তারা পদ্মাবতীর ছায়ামাত্র। আমি হীরামন, তারই পক্ষী ছিলাম। তারই সেবা ক'রে আমার কণ্ঠদেশে শ্যামরেখা প্রকট হয়েছে এবং মনুষ্য-ভাষা শিখেছি এবং এতটা যোগ্য হয়েছি। তা নাহলে আমি তো শুধুমাত্র একগুচ্ছ পালকের পক্ষী হতাম। যতদিন জীবিত আছি রাত্রি দিবা তার নাম স্মরণ করব এবং তার নাম স্মরণ ক'রেই মৃত্যুতে গত হব। এভাবে আমার রক্তিম মুখে এবং প্রসন্ন শরীর নিয়ে উভয় জগতে ধন্য হব।'

হীরামন যে কমলের বর্ণনা করল তা শুনে রাজা ভ্রমরের মতো মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'হে উজ্জ্বল পক্ষী, সে দীপ বা দীপক কোথায় যা আমার পতঙ্গকে দগ্ধ করেছে? তুমি সেই কনক-সুবাসিত স্থানে ছিলে ব'লেই তোমার নাম হীরামন হয়েছে অর্থাৎ যেখানে স্বর্ণ আছে সেখানে হীরক এবং মণিমুক্তাও স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে। সে অঞ্চলের রাজা কে? কত উত্তুঙ্গ সে-দীপ যার নাম শুনে আমার চিত্ত পতঙ্গের মতো ধাবিত হচ্ছে? এবং সে নাম শুনে আমার নেত্র কিলকিলা সমুদ্রের মতো হয়েছে অর্থাৎ তার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় আমার নেত্র ব্যাকুল হয়েছে। বলো তুমি, সুগন্ধে পরিপূর্ণ পদ্মাবতী কেমন নির্মল? সে কি ভ্রমরের সঙ্গ পেয়েছে, না এখনও কলিকার মতো আছে অর্থাৎ সে কি বিবাহিতা হয়েছে না এখনও কুমারী? সে দ্বীপের সকল পদ্মিনীর বৃত্তান্ত আমাকে বল।

সেখানকার সম্পূর্ণ বর্ণনা আমাকে বল। অমি সে-দ্বীপকে দর্শন করব। তোমার বর্ণনা শুনে আমার চিত্তে সে-দ্বীপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।'

শুক বলল, 'হে রাজন, আমি তার কি বর্ণনা করব। সিংহল দ্বীপ তো কৈলাস-সদৃশ। যে সেখানে গিয়েছে সেই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। অনেক যুগ অতীত হয়েছে, কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। প্রতি গৃহে ছত্রিশ জাতি পদ্মিনী রমণী আছে। রাত্রিদিন সেখানে সতত বসন্ত। পুষ্পবীথিতে বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধের পুষ্প যেমন আছে, তেমনি সেসব বর্ণ ও গন্ধের রমণীও সেখানে আছে। গন্ধর্ব সেন সে-দেশের প্রধান রাজা, তিনি যেন অপ্সরীদের মধ্যে ইন্দ্রদেব। পদ্মাবতী তাঁরই কন্যা—সকল প্রদীপের মধ্যে উজ্জ্বলতম দীপক। চতুর্দিক থেকে পদ্মাবতীর জন্য বর আসে কিন্তু রাজা গর্বভরে কারও সঙ্গেই কথা বলেন না। যে ভাবে সূর্যের উদয়ের কারণে চন্দ্রের দ্যুতি মলিন হয়, তেমনি পদ্মাবতীর রূপের সামনে সকল রূপবান ব্যক্তি কান্তিহীন হয়।'

সূর্যের নাম শুনে রত্নসেন প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন, 'হে পণ্ডিত শুক, তুমি সব কথা পুনর্বার বল। তুমি যে সুন্দরীর বর্ণনা করেছ সে চিত্ররূপে আমার চিত্তে স্থান পেয়েছে। সে যেন সূর্য হয়ে আমার মনে স্থান পেয়েছে। সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে অবশেষে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এখন আমার

এবং তার সম্পর্ক হবে অভিন্ন। আমি সূর্য হব এবং সে হবে আমার ছায়ারূপ চন্দ্র। পানির অভাবে মৎস্য অথবা রক্তের অভাবে শরীর কি কখনও জীবিত থাকতে পারে? তার কিরণ-রেখা আমার চিত্তে প্রেমের অঙ্কুর জাগিয়েছে। যদি এই শশী আকাশেও থাকে, আমি সূর্য হ'য়ে তার সঙ্গে মিলিত হব। তার কিরণের সহস্র রেখায় আমার চিত্ত বিহ্বল হয়েছে। যেদিকেই আমি দৃষ্টিপাত করি, মনে হয়, যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। যেখানে সুগন্ধ-পরিপূর্ণ কমল আছে, সেখানে আমার চিত্ত ভ্রমর হ'য়েছে এবং শশী রাহুর কাছে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। আমি তিন লোক এবং চতুর্দশ ভুবন দেখেছি, কিন্তু প্রেমের অতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু আমার নিকট সুন্দর মনে হয়নি।'

শুক বলল, 'প্রেমের বর্ণনা শুনে, হে রাজন, বিভ্রান্ত হ'য়ো না। প্রেম অত্যন্ত কঠিন, একমাত্র প্রাণ দিলেই প্রেমের শোভা জাগে। প্রেমের বন্ধনে একবার আবদ্ধ হ'লে তা থেকে আর মুক্তি নেই। জীবন শেষ হলেও বন্ধন ভাঙে না। প্রেমের বৈচিত্র্য অনেক, বহুরূপীর বর্ণ-পরিবর্তনের মতো — কখনও পীত, কখনও রক্তিম এবং কখনও শ্বেত। প্রেমের তত্ত্ব একমাত্র ময়ূর জানে, যার রোমে রোমে নাগপাশের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। তার পাখায় বার বার এ-চিহ্ন ধরা পড়ে। সে উড়ে যেতে পারে না এবং এ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এ কারণে সে মৃত্যুকামনা ক'রে চীৎকার করে এবং ক্রোধে সর্পভক্ষণ করে। পণ্ডুক নামক এক প্রকার কপোত এবং শুক তাদের গ্রীবায় এ বন্ধনের চিহ্ন ধারণ করেছে। যার গ্রীবায় এ-চিহ্ন পড়েছে সে আপন প্রাণ সমর্পণ করতে চায়।

তিতির পক্ষীর গলায় এ-ফাঁদের চিহ্ন আছে ব'লে সে অনবরত আর্তনাদ করে। তা না হলে সে কেন আর্তনাদ ক'রে আপন গলায় ব্যাধের রজ্জুকে আমন্ত্রণ ক'রে আনে। মিথ্যা তার প্রবোধ যে মৃত্যুতে তার মুক্তি আসবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন, 'এমন নিরাশার বাণী উচ্চারণ ক'র না। হতে পারে প্রেম কঠিন খেলা, কিন্তু যে-ব্যক্তি এ-খেলা খেলেছে, সে উভয় পৃথিবীতে উত্তীর্ণ হয়েছে অথবা উভয় পৃথিবীতেই ধন্য হয়েছে। দুঃখের মধ্যেই প্রেমের মধু আছে, তাকে আস্বাদন করলে মরণব্যাধি দূর হয়। যে প্রেমের পথে আপন শিরোদেশ সমর্পণ করেনি, তার জন্ম ব্যর্থ। সে কেন পৃথিবীতে

এল? এখন আমি প্রেমের পথে আমার শিরোদেশ রেখেছি। আমাকে পদদলিত না ক'রে আমাকে তোমার শিষ্য ক'রে নাও। যে দেখেছে সেই একমাত্র প্রেমের পথের বিষয় অবগত আছে, কিন্তু যে দেখেনি সে কি ক'রে এর গোপন রহস্য জানবে? যতক্ষণ না প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ততক্ষণ প্রেমের পথে সঙ্কট আছে। মিলনের পর জন্ম-জন্মের দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে।

যে অনুরূপ সুন্দরীকে তুমি দেখেছ তার নখ-শিখ শৃঙ্গারের বর্ণনা কর। যদি ঈশ্বর করেন, তবে তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটবে।'

রাজার সঙ্গে শুকের যে সংলাপ, বাংলা ভাষায় আলাওলের অনুসৃতিতে তা খুবই অন্তরঙ্গ। বর্ণনা সংক্ষেপ করতে যেয়ে আলাওল কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'অসত্য-ভাষী ব্যক্তি শাল্মলী পুষ্পের মতো—মূলের এ-উপমাটি বাংলায় নেই। শিমূল ফুল নিরাশার প্রতীক হিসেবে এবং অসার্থকতার চিহ্ন হিসেবে উল্লিখিত হয়। 'সতী-স্ত্রী সত্য রক্ষার জন্য চিতায় অগ্নিসংযোগ ক'রে দেহকে প্রজ্জ্বলিত করে'—মূলের এ-কথাটি বাংলায় পরিবর্তিত হ'য়েছে—'সত্য হন্তে সতী নারী স্বামী সঙ্গে যায়'। অসত্যভাষীদের সম্পর্কে মূলে যে উক্তিগুলো আছে বাংলা অনুবাদে তা নেই। মূলের নিম্নলিখিত কথাগুলো বাংলা অনুবাদে সংক্ষিপ্ত হ'য়ে দুটি চরণে মাত্র রূপান্তরিত হয়েছে:

হীরামন হৌঁ তেহিক পরেবা।
কণ্ঠা ফূট করত তেহি সেবা॥
ঔ পাএউঁ মানুষ কৈ ভাখা।
নাহিঁ ত পন্‌খি মূঠি ভব পাঁখা॥

অনুবাদে:

হীরামনি শুক মুই তার প্রিয় পাখী।
পাইল মনুষ্য শব্দ হৃদে হৈল আঁখি॥

শুকের অন্য উক্তিগুলো—যেখানে সে বলছে যে সে যতদিন জীবিত থাকবে রাত্রিদিন তারই নাম জপ করবে এবং তার নাম স্মরণ ক'রেই মৃত্যুতে গত

হবে—বাংলায় গৃহীত হয়নি। মূলের একটি উজ্জ্বল উক্তি বাংলায় অনূদিত হয়নি—'এ-ভাবে আমার রক্তিম মুখ এবং প্রসন্ন শরীর নিয়ে উভয় জগতে ধন্য হব'—

মুখ রাতা তন হরিয়র
দ‍ুহুঁ জগত লেই জাবঁ।

মূল পদুমাবতে জায়সী অনেকগুলো সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। অধিকাংশ বিশেষণই দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ও সুগন্ধ-দ্যোতক। সুবাসিত দেহ, উজ্জ্বল তনু, রক্তিম শরীর, দীপক কন্যা এ-বিশেষণগুলো স্পষ্ট কোনও চরিত্র-নির্দেশক নয় কিন্তু প্রেমোচ্ছলতার সম্ভারে পরিপূর্ণ। আলাওলের অনুবাদে এ-বিশেষণগুলো সর্বত্র ধরা পড়েনি।

শুক-খণ্ড

১ ॥ এথা সরোবরে কন্যা করে জলকেলি।
মন্দিরে[১] থাকিয়া শুক বুদ্ধি পরাকলি ॥
মনে ভাবে যাবত শরীরে আছে পাখা।
প্রাণ লৈয়া জাম[২] যথা বনবৃক্ষ শাখা ॥
এহি মতে ভাবি শুক চলিল সত্বর।
গৃহান্তরে থাকি শুক গেলা বনান্তর ॥[৩]
শ্রান্ত হই বসিলেন্ত বৃক্ষের[৪] উপর।
পক্ষী সবে[৫] দেখি কৈল বহুল আদর ॥
নানা দ্রব্য ফল আনি দিল খাইবার।[৬]
যাবত জীবন আছে না টুটে আহার ॥
পাইয়া ভুগত মনে জন্মিলেক সুখ।[৭]
বিস্মরিল পন্থেত পাইল যত দুখ ॥[৮]
আয় প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা।[৯]
যত জীবজন্তু সকলের ভক্ষ্য-দাতা ॥[১০]
পাষাণের মধ্যে কীট নাহি বিস্মরণ।
যথাতথা ভক্ষ্য দানে করহ পালন ॥
তাবৎ বিচ্ছেদ দুঃখ শরীর সহন্ত।
যাবৎ আহার নাহি হএ উদরান্ত ॥[১১]
আহার গ্রহণে শুক দুঃখ বিস্মরয়।
যেন মত আছিল স্বপ্নের পরিচয় ॥

২ ॥ পদ্মাবতী যদি নিজ মন্দিরে আসিল ।
নিজ সখি রাণি[১২] আর ঘরে চলি গেল ॥
পদ্মাবতী স্থানে আসি কহিল ভাণ্ডারী।
উড়ি গেল শুক পক্ষী মায়া পরিহরি ॥[১৩]
শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল মলিন।
রাহুএ গ্রাসিল যেন চন্দ্র প্রভাহীন ॥
নয়নের জলে হৈল পূর্ণ-সরোবর।[১৪]
কমল ডুম্বিল উড়ি গেল মধুকর ॥[১৫]
কান্দিয়া উঠিল কন্যা না সম্বরি চুল।[১৬]
আগে পাছে শোভা পূর্ণ মুকুতা[১৭] বহুল ॥

৩ ॥ মধুর বচনে প্রবোধয়ে সব সখি।[১৮]
রোদনে কি ফল যদি[১৯] উড়ে গেল পাখি ॥
যত দিন আছিল পিঞ্জুর মাঝে শুক।
নানারসে নানা ভোগে করিল কৌতুক ॥
পিঞ্জুরা হৈতে পক্ষি হইল মুকল।[২০]
নানা যত্ন করিলে না হএ করতল ॥[২১]
সেই পক্ষি পণ্ডিত অতি না হএ মগধ।
নৃপত্রাসে প্রাণ ভয়ে তেজিল সম্পদ ॥
সঁপিল যাহার স্থানে পিঞ্জুর তাহার।
যে জন যাহার পুনি হইল তাহার ॥[২২]
দশ বাট[২৩] আছে সেই পিঞ্জুর মাঝার।
কেমতে মার্জার[২৪] হন্তে পাখির উদ্ধার ॥
সখির বচনে কন্যা মন স্থির করি।
সত্বর গমনে গেল গৃহ অনুসরি ॥[২৫]

৪ ॥ দিন দশ শুক তথা কাটিলেক কাল।
ব্যাধ আইল সঙ্গে লই নল টাটি জাল ॥[২৬]
পদে পদে ভূমি চাপি আইল নিকট।
পক্ষিসবে দেখি বলে কি হৈল সংকট ॥[২৭]
কতদিন বসতি এ বনে তবু ডালে।[২৮]
স্থাবর চলিতে নাহি দেখি কোন কালে ॥
আজি বৃক্ষ চলি আইসে নহে পুনি ভাল।
এই বন ছাড়িতে জুআএ ততকাল ॥[২৯]
পক্ষিগণে ভাবিয়া উড়িল[৩০] শীঘ্র গতি।
রহিল পণ্ডিত শুক হই ভোরমতি ॥
বৃক্ষ ছায়া স্নুগন্তীরে[৩১] শুক বসিয়াছে।
না জানিল ভ্রমে ব্যাধ আইল তার কাছে ॥
আটা লগ্নে[৩২] হৃদয়ে হানিল পঞ্চবাণ।
পাখ বন্দ হৈল শুক[৩৩] হারাইল জ্ঞান ॥

৫ ॥ নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দী হৈল।
হইল বন্ধন ব্যাধ পাখাশূন্য কৈল ॥
পাখ শূন্য করিয়া পেটারী মাঝে থুইল।
আর বন্দী আন পক্ষী তাহাত দেখিল ॥[৩৪]
আর যত পক্ষি আছে পেটারী ভিতর।
অনুশোচে কান্দেন্ত দেখিয়া শুকবর ॥[৩৫]
বিষতুল্য আহার মরণ সন্ধি[৩৬] হৈল।
সেই সে কারণে ব্যাধ পাখ শূন্য কৈল ॥
যদি না হইত পাপ আহারের আশ।[৩৭]
কভু না আসিত ব্যাধ আমার সম্পাস ॥[৩৮]

এই সে আহারে জীব সব করে বন্দী ।[৩৯]
জীবন রাখয়ে আর করে মৃত্যু সন্ধি ॥[৪০]
আমি সব মূর্খ না জানিল কার্য শুদ্ধি ।[৪১]
কেমতে পণ্ডিত শুক হৈলা তুমি বন্দী ॥[৪২]

৬ ॥ শুকে বলে শুন রে বান্ধব পক্ষিগণ ।[৪৩]
ললাট লিখন দুঃখ না যায় খণ্ডন ॥
যদ্যপি পণ্ডিত গুণি হএ শাস্ত্রবিদ ।[৪৪]
বুঝিতে না পারে কেহ বিধির চরিত্র ॥
আপনে পণ্ডিত হেন কৈল কত গর্ব ।[৪৫]
সেই গর্বে গর্ব চূর্ণ করিলেক সর্ব ॥[৪৬]
একে ত পণ্ডিত আমি আর আছে পাখা ।
আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা ॥
এহিমতে ভাবি আমি নিশ্চিন্তে রহিল ।[৪৭]
হৃদয়ে লাগিল খোঁচা[৪৮] তবে সে জানিল ॥
পণ্ডিত হইয়া কেহ গর্ব না করিও ।
আপনাকে সব হৈতে হীন অকলিও ॥
পণ্ডিত হইয়া গর্ব করে যেই জন ।
তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন ॥
প্রথমে নিশ্চিন্তে রৈলে কর্ম[৪৯] অকুশল ।
গ্রীবাবন্দ[৫০] হৈলে রোদনে কিবা ফল ॥

৭ ॥ মুছিয়া নয়ান জল[৫১] কহে শুকবর ।
বিপত্তিত[৫২] মহাজন না হএ কাতর ॥

যখনে [৫৩] যে করে প্রভু সেই মত হএ।
কর্ম অনুরূপে ফল সকলে ভুঞ্জএ ॥
দূরান্তরে থাকি ব্যাধ কান্দ আরোপিয়া।
চক্ষুরত্ন আছে পক্ষি বাজে কি লাগিয়া ॥
আঠার সংযোগে পক্ষি ধরে ব্যাধগণে।
অচলা চলএ কেহ না ভাবয় মনে ॥
বনান্তরে থাকি পক্ষি দূরে করে রব।
সেই শবদ আকলিয়া আইসে ব্যাধ সব ॥
পণ্ডিতে না করে কভু শত্রু প্রতি রোষ।
মনেতে ভাবিয়া চাহ আপনার দোষ ॥
নিশ্চিন্তে আহার ভক্ষি করয় জঞ্জাল।
সকল তেজিয়া মৌন রূপ অতি ভাল ॥

<u>রাগ কেদার ছন্দ</u>

শ্রবণ নয়ান মন বুদ্ধি জ্ঞান
এক না আসয় কাজে।
যে কিছু করম পাঠ বিফল যে হেন নাট
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥
মৃত্যু বা অমিয় বিহি রিত বুঝি নাহি জাহি
মনুষ্য আনে আনে।
উপকার কর ভাই পরম বিষম ঠাঁই
গুরু মুখে শুনি জনে জনে ॥ ধুয়া।
দুঃখ সুখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ
সম্পদ অন্তে বিপদে।
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস
পূর্ণ গ্রাসে বিধুন্তুদে ॥

তাত মাতা পুত দারা বন্ধু যত
সঙ্কট কাল না উদ্ধারা।
এক নিরঞ্জন জগজন-সেবন
আপদ-তারণ-হারা ॥
হীন আলাওল কহু ধৈরজ ধরহ বহু
সংযোগ করএ বিধাতা।
রসিক সুনায়ক গুণিন-তোষক
শ্রীযুত মাগন দাতা ॥[৫৪]

রত্নসেন-জন্ম খণ্ড

১ ॥ এবে চিতাওর কথা কর অবগতি।
চিত্রসেন নামে তথা[১] মহা নরপতি ॥
তার ঘরে রত্নসেন অমূল্য মাণিক।[২]
অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে অধিক ॥[৩]
মহা ভাগ্যবন্ত বীর[৪] চতুর প্রবীণ।
রাজপুত্র কুল[৫] মধ্যে বড়হি কুলিন ॥
সুকুমার রত্নসেন জন্মিল যখন।
রাশিবর্গ বিচারি কহিল বিপ্রগণ ॥[৬]
রত্নতুল্য প্রাপ্তি হৈব অমূল্য মাণিক।
চন্দ্র সূর্য মিলনে আনন্দ হৈব ধিক ॥
মালতী ভ্রমরা প্রায় হইয়া বিয়োগী।
রাজ্যপাট ত্যজিয়া হইয়া যাইব যোগী ॥[৭]
সিংহল দ্বীপেতে যাই[৮] সিদ্ধি করি কাজ।
পুনি চিতাওরে আসি ভুঞ্জিবেক রাজ ॥
দিল্লীশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হইব বহুতর।
এত কহি বিপ্রগণ[৯] চলি গেল ঘর ॥

বণিজার খণ্ড

১ ॥ চিতাওর দেশ হন্তে[১০] এক বণিজার।
চলিল সিংহল দ্বীপে করিতে ব্যাপার ॥
তথাতে আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিখারী।
সে পুনি চলিল সঙ্গে করিতে ব্যাপারী ॥
ঋণ করি সঙ্গেত লইল কিছু ধন।
বাণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ ॥
দুর্গম কঠিন পন্থে বহু দুঃখ পাইয়া।
সেই দ্বীপে গেলেন্ত সাগর পারাইয়া ॥[১১]
ধনরত্ন[১২] বিকি কিনি সতত তথায়।
নিধনি হৈলে তথা বাণিজ্য না পায় ॥
লক্ষ কোটি মূল্য পুনি[১৩] বিকিকিনি হএ।
সহস্রেক নাম কেহ [১৪] ঘৃণায় না লএ ॥
বিকিকিনি করি সবে গৃহে হৈল মন।
বেসাইত না পাইল নির্ধনি [১৫] ব্রাহ্মণ ॥

২ ॥ অনুশোচ করে মনে কেনে আইলুঁ হাটে।[১৬]
লভ্যহানি মূল হানি[১৭] হৈল এই বাটে ॥
না কৈল বাণিজ্য না পুরিলেক আশ।[১৮]
কি লইয়া ঘরে যাইমু পুঞ্জি হৈল নাশ ॥
ঋণিয়া ধরিলে পুনি কি দিব উত্তর।[১৯]
ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র হৈল ফাঁফর ॥[২০]
সঙ্গী সব চলিল রহিল একেশ্বর।
সত্য বিচলিত হৈব এই মাত্র ভর ॥

এহি ভাবি প্রভু পদে করে নিবেদন।
মনোভিতে বর মাগে প্রভুর চরণ ॥[২১]
আয় প্রভু নিরঞ্জন নৈরাশের আশা।
দীনবন্ধু কৃপাময় তুমি সে ভরসা ॥
অনাথের নাথ প্রভু পরম কারণ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর লইলুম শরণ ॥

৩ ॥ হেনকালে ব্যাধ আইল লৈয়া তথা শুক।
স্বর্ণবর্ণ চঞ্চু জিনি নিন্দিত বান্দুক ॥[২২]
উজ্জ্বল মাণিক্য আঁখি রাতুল চরণ।
গ্রীবাতে অসিত রেখা সুচারু লক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণে পুছিল আসি শুকের নিকট।
কিবা গুণী কিবা মূর্খ বলহ প্রকট ॥
আমি নরকুলে হই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।[২৩]
প্রচারহ কীর্তিগুণ অযোগ্য গোপন ॥[২৪]

৪ ॥ বিপ্রবাক্য[২৫] শুনি শুকে কহিল সাদরে।
দুঃখ বসে জ্ঞান ধ্বংসে বচন না সরে ॥[২৬]
যতেক আছিল গুণ সব পাশরিল।
যখনে পিঞ্জর করি[২৭] বেচিতে আনিল ॥
পণ্ডিত হইয়া কেহ নাহি চরে হাটে।[২৮]
বিকাইতে লাগিলুম ভুলিলুঁ সব পাঠে ॥[২৯]
রক্ত রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মুখ।[৩০]
অবয়ব পিঙ্গল বর্জিত ভোগ সুখ ॥
কণ্ঠদেশে শ্যামরেখা দেখ ফান্দ চিন।
অদ্যাপিহ ত্রাসে প্রাণ কাম্পে রাত্র দিন ॥

ব্যাধ নাম শুনিতে কাম্পএ পক্ষী হিয়া।[৩১]
হস্তগত কোন রীত বুঝহ[৩২] ভাবিয়া ॥
পণ্ডিত হৈয়া তুমি মোরে পুছ গুণ।
সেই কর্মদশা ফল কহিলুঁ নিপুণ ॥
পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি।
জগৎ জানিলুঁ ধন্দ পরাকলি বুদ্ধি ॥[৩৩]

॥ শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন ॥

রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ

শুকের বচন দ্বিজ কষ্ট মন
কহিল ব্যাধের প্রতি ॥
কেনে প্রাণীবধ করসি মগধ
পরকালে কোন গতি ॥
শুন পাপাশয় নিঠুর হৃদয়
হিংসা বড় অপকর্ম।
জীবন জঞ্জাল অন্তে নহে ভাল
অনিষ্ট পাপিষ্ঠ ধর্ম ॥[৩৪]
দ্বিজ বাক্য জাল ব্যধকর্মে শাল
বলিয়া করিয়া রোষ।
তুমি মহা সত্য না বুঝিয়া তত্ত্ব[৩৫]
কেনে মোরে দাও দোষ ॥
দেখ নর জাতি হই ভোরমতি
পর মাংস বিকি খায়।[৩৬]
এই সে কারণ যত ব্যাধগণ
প্রাণ হিংসে সর্বথায় ॥

সকল ভক্ষক নাহিক রক্ষক
ধন দিয়া করে বধ।
না বুঝিয়া রীত আপনা চরিত
মোরে বলহ মগধ ॥
জীবন্ত ধরি বধ পরিহরি
বেচিব তোমার হাতে।
কিবা প্রাণে মার কিবা মুক্ত কর
তুমি সে জানহ তাতে ॥
পরিহর রোষ মোর কেনে দোষ
মনুষ্য[৩৭] নিঠুর জাতি।
আমি সে বধক তুমি সে সাধক
বুঝিয়া করহ শাস্তি ॥
ব্যাধের বচন শুনিয়া ব্রাহ্মণ
না দিলেক পত্নুত্তর।
শুককে লইয়া বহিত্রে চড়িয়া
চলি গেলা চিতাওর ॥[৩৮]
ঠাকুর মাগন সদ্‌গুণ ভাজন
রসিক নাগর রাএ।
তাহান আরতি দীনহীন মতি
কবি আলাওলে গাএ ॥

৬ ॥ চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল[৩৯] স্বর্গগতি।
রত্নসেন চিতাওরে হৈল নরপতি ॥
প্রসঙ্গ করিল[৪০] সবে নৃপতি গোচর।
স্ববহিত্রে আইল সিংহল-সদাগর ॥

নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটাম্বর।
আনিছে সিংহল হন্তে বস্তু বহুতর ॥[৪১]
মহাবিজ্ঞ[৪২] শুক এক আনিছে ব্রাহ্মণ।
কাঞ্চন বরণ[৪৩] তনু নয়ান রতন ॥
মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চু মুক্তা জিনি শব্দ।
শুনিতে বাক্যের ভঙ্গী ব্যাস হয় স্তব্ধ ॥[৪৪]
তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাতা মহান পণ্ডিত।
হেন শুক নৃপপাশে থাকিতে উচিত ॥

৭ ॥ শুনি আনন্দিত নৃপ[৪৫] শুকের কথন।
ততক্ষণে আনাইল শুককে[৪৬] ব্রাহ্মণ ॥
বিপ্রে আশীর্বাদ কৈল আগে হৈয়া স্থির।[৪৭]
মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু আরোগ্য শরীর ॥[৪৮]
আশীর্বাদি বিপ্রে নৃপে[৪৯] কৈল নিবেদন।
কোন ব্যক্তি শুকে করে প্রাণ সমাপন ॥[৫০]
কিন্তু এই পাপোদরে না শুনএ বোল।
যাহার কারণে সব জগ উতরোল ॥
তার বশে নির্লজ্জিত গৃহসুখবাসী।[৫১]
এড়াইতে নারে যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী ॥
অন্ধজন শান্ত হএ[৫২] না দেখি নয়ানে।
বোবে পুনি রহে বাক্য না আইসে বয়ানে ॥[৫৩]
বহরাও শ্রবণে না শুনে কোন কথা।
পদ বিনু রহে খোঁড়া পড়ি যথা তথা ॥

শয্যা বিনু সুখে নিদ্রা আইসে ভূমিগত।
পাপিষ্ঠ উদরে শান্তি নাহি কোনমত ॥[৫৪]
তাহার নিমিত্তে হএ[৫৫] বান্ধব বিচ্ছেদ।
মিত্রসঙ্গে সেই করে সুহৃদের ভেদ ॥[৫৬]
তাহার কারণে সহে এই দুঃখ ক্লেশ।[৫৭]
জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মূর্খ বেশ ॥[৫৮]
সংসারের বৈরী সেই মরণ নিঃশ্বাস।[৫৯]
এ বৈরী বিহনে কার কেবা করে আশ ॥
তাহার লাগিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী।
এ বলিয়া সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি ॥

৮ ॥ শুকে আশীর্বাদ কৈল হই হরষিত।
প্রচণ্ড প্রতাপ হৌক রাজ্য অখণ্ডিত ॥
ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিবন্ত রূপবন্ত দাতা।
সর্ব গুণ দিয়া তোমা সৃজিল বিধাতা ॥
কোন জন আশা করি গেলে কার স্থানে।
না পুরিলে যেই মত[৬০] জানহ আপনে ॥
বিপ্র-আশা পূরি মোরে রাখহ চরণ।
আপনার কথা এবে করি নিবেদন ॥
যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কহে কথা।
সে বাক্য মাটির তুলা হয় যথা তথা ॥[৬১]
পণ্ডিতে আপনা না বাখানে কদাচিত।
যে জান বিকায় পুনি কহিতে উচিত ॥
যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।
তাবতে মরম না জানয় কোন জন ॥

বেদ পারঙ্গিতা[৬২] হীরামণি মোর নাম।
ভূত ভবিষ্যৎ জানি পূরি মনস্কাম॥

৯ ॥ রত্নসেন নৃপ হীরামণিকে চিনিলা।
একলক্ষ[৬৩] স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণেরে[৬৪] দিলা॥
নৃপ গৃহে থুইল শুক করিয়া সম্মান।
আশীর্বাদ দিয়া বিপ্রে করিল পয়ান॥[৬৫]
পরম সুন্দর শুক সমধিক[৬৬] গুণী।
ধন্য নাম তাহার রাখিল হীরামণি॥[৬৭]
বচন কহিতে মাত্র অমিয় বরিষে।
নহে মৌন হই[৬৮] থাকে পরম হরিষে॥
নানা সুপ্রসঙ্গ জ্ঞান কথা অনুসারে।[৬৯]
নৃপচিত্ত ডুবায়ন্ত আনন্দ সাগরে॥
আগম পুরাণ বেদ রসের আমূল।
শুনি শিষ্যরূপে নৃপ ভাবে গুরুতুল॥

নাগমতি-শুক-সংবাদ খণ্ড

১ ॥ হেনমতে আছে শুক নৃপ অন্তস্পুরে।[৭০]
একদিন মহারাজা চলিলা আহেরে॥[৭১]
নৃপগৃহে মহাদেবী নাগমতী রাণী।
পতিব্রতা সুন্দরী পাটের প্রধানী॥
সুবেশ করিয়া[৭২] করে লইয়া দর্পণ।
শুকের সাক্ষাতে গিয়া বলিল বচন॥
সত্য কহ শুকবর আমার গোচর।
পদ্মিনী সিংহল দ্বীপে কেমন সুন্দর॥

নৃপতিশপথ শুক যদি বল আন।
সংসারে কি আছে রূপ মোহর[৭৩] সমান ॥

২ ॥ পদ্মাবতী-রূপ শুক ভাবিয়া অন্তরে।
রাণীর বদন হেরি কহে ধীরে ধীরে ॥
যেই সরোবরে নাহি হংসের গমন।
তথা হংসতুল্য বক ভাবএ আপন ॥[৭৪]
করতার সৃজিয়াছে জগ অপরূপ।
এক হন্তে এক জন ধিক গুণে রূপ ॥
ত্রিভুবনে কাহার গৌরব নাহি রহে।
চন্দ্রেতে কলঙ্ক আছে বিধুন্তুদ গ্রহে ॥[৭৫]
সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল।
যারে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল ॥
কি পুনি পুছিলা তুমি সিংহল কামিনী।
দিন সমতুল নহে উজ্জ্বল যামিনী ॥
পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্মিনীর তনু।
চন্দ্র জ্যোতিহীন হয় প্রকাশিলে ভানু ॥
এতেক শুনিয়া দেবী মহাক্রোধ মন।
অগ্নিদহ ঘায় যেন লাগিল লবণ ॥

৩ ॥ মনে ভাবে এমত নৃপতি যদি শুনে।
রাজ্যপাট ত্যজিয়া যাইব ততক্ষণে ॥
হলাহল বিষাঙ্কুর মোর হৈল পাখী।[৭৬]
সর্বসুখ ভ্রষ্ট হৈব যদি[৭৭] তারে রাখি ॥
ধাত্রি দামিনীরে[৭৮] ডাকি কহিল সত্বর।
তুরিতে মারহ নিয়া দুষ্ট শুকবর ॥

না হৈল তার পুনি ভোজনে পুষিল।[৭৯]
এহি দোষে বারে বারে হাটে বিকাইল ॥[৮০]
মুখে কহে এক কথা হৃদে তার আন।
মার নিয়া সাক্ষী নাহি থাকে যেই স্থান ॥[৮১]
যেই বাক্য লাগি মন কাম্পে নিরন্তর।
পাপিষ্ঠের মুখেতে শুনিলুং সে উত্তর ॥

৪ ॥ দেবীর আজ্ঞায় শুক নিল মারিবারে।[৮২]
বুদ্ধিবন্ত ধাত্রি পুনি চিন্তিল অন্তরে ॥[৮৩]
শুক প্রতি নৃপস্নেহ সতত সন্তোষ।
এহি শুক বধিলে পশ্চাতে আছে দোষ ॥[৮৪]
পাছে না চিন্তিয়া যেই জনে করে কর্ম।
যেই যে জানিবা নিশ্চয়[৮৫] হতমূর্খ ধর্ম ॥
বিমর্ষি করিলে কর্ম সুখের লক্ষণ।[৮৬]
আগে না ভাবিলে হয় গতান্তে শোচন ॥
নৃপে না সহিব পুনি[৮৭] শুকের বিয়োগ।
এহি দোষে সবানের হৈব দুর্যোগ ॥[৮৮]
গর্ভপাপ পয়োধর না হয় গোপন।[৮৯]
কাল পূর্ণ হৈলে হয় বেকত আপন ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বুদ্ধিমন্ত ধাত্রি ॥
পরম যতনে শুক রাখিল ছাপাত্রি ॥[৯০]

৫ ॥ আখেট নির্বাহি যদি নৃপ আইল ঘর।[৯১]
জিজ্ঞাসিলা হীরামণি না দেখি পিঞ্জর ॥[৯২]

সগর্ব সংযোগে রাণী দিল পত্নুত্তর ।[৯৩]
মার্জারে ধরিল বিতপন শুকবর ।।[৯৪]
সিংহলরমণী কথা জিজ্ঞাসিলুং[৯৫] আমি ।
বলে সেই[৯৬] হংসতুল্য বকতুল্য তুমি ।।
পদ্মিনী দিবসতুল্য তুমি তম নিশি ।
মার্তণ্ড প্রকাশে হৃএ ক্ষীণ পূর্ণ শশী ।।[৯৭]
তোর স্বামী শ্যামনিশি ভাবেত যাচক ।[৯৮]
দিবসের মর্ম কভু[৯৯] না বুঝে[১০০] পেচক ।।
যদ্যপি পণ্ডিত পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত ।[১০১]
এমত বলিতে মোরে না হৃএ উচিত ।।
প্রিয়তমা হৈলে পক্ষী শিরে না বসাইব ।
কর্ণটেটে হেন স্বর্ণ কি লাগি পরিব ।।

৬ ।। শুনি ক্রোধ হৈল নৃপ[১০২] আনল সমান ।
না জানসি হীরামণি মোর পঞ্চ প্রাণ ।।[১০৩]
অসত্য বচন কভু না কহে পণ্ডিত ।[১০৪]
শূন্যবুদ্ধি হৈলি তুই বুঝিলুঁ চরিত ।।
কিবা মোর প্রাণশুক দাও নাগমতি ।[১০৫]
নতুবা শুকের সঙ্গে হও গিয়া সতী ।।[১০৬]
চন্দ্রতুল্য ছিল ধনি উজ্জ্বল বদন ।[১০৭]
গ্রহণ লাগিল শুনি স্বামীর বচন ।।[১০৮]
নির্বাহ হৈল যদি প্রেমের সোহাগ ।
সেবায় হারিল প্রাণ হৈয়া দোহাগ ।।[১০৯]
তিল এক দোষে স্বামী হৈল বিমন ।[১১০]
স্বামীরে আপনা বলে সেই মূর্খ জন ।।

প্রভুপ্রেমে দয়ার গরব[১১১] অনুচিত।
সেবাভক্তি ত্রাসযুক্ত[১১২] অখণ্ড পীরিত ॥
পীরিতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ি গেল সীসা।
ত্রাসে কম্পমান দেবী[১১৩] হারাইল দিশা ॥
কোথাতে পাইব স্বর্ণবণিকের লাগ।
পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ ॥[১১৪]

৭ ॥ জিজ্ঞাসিল ধাত্রিরে শুকের বিবরণ।
উত্তর দিলেক ধাত্রি ক্রোধ হৈয়া মন ॥
নিষেধ করিল রিষ না করিও মনে।
এই রিষে নাশ হইয়াছে কত জনে ॥[১১৫]
রিষযুক্ত হৈলে[১১৬] না দেখে পাছু আগ।
পাপরিষ হন্তে পুনি[১১৭] টুটএ সোহাগ ॥
স্বামী ক্রোধ ত্রাস কিবা যেই রিষহীন।[১১৮]
তার মুখ চন্দ্র কভু না হএ মলিন ॥[১১৯]

৮ ॥ এতেক কহিয়া[১২০] ধাত্রি আনি দিলা শুক।
ততক্ষণে আইলা দেবী স্বামীর সম্মুখ ॥[১২১]
মানমতী হই মনে গর্ব না করিলুম।[১২২]
প্রভুর পীরিতি ভার মরমে লইলুম ॥
যদি প্রাণপণে সেবা কর বারমাস।[১২৩]
এক তিল দোষ পাইলে[১২৪] সমূলে বিনাশ ॥
যেই গিম নম্র করি দেয় তোমা আগে।
তাহারে পরাণে মার অতি অনুরাগে ॥

মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জিউ।
দূরে থাকি তোমার আদেশে প্রাণ পিউ ॥
মোর প্রভু করিয়া ভাবিল নিজ মনে।
বিমর্ষি চাহিল মনে আছে সর্বস্থানে ॥
কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্যজনী।
প্রভু যারে কৃপা করে যেই সে ভার্য্যানী ॥
তোমারে জিনিবে কোন হারে ব্যাস ভোজ।[১২৫]
আপনা করিলে নাশ পায় তোমা খোঁজ ॥

রাজা-শুক-সংবাদ খণ্ড

১ ॥ শুনিয়া নৃপতি আর[১] না দিল উত্তর।
তার পাছে শুকেত[২] পুছিল নৃপবর[৩] ॥
শুক সম্বোধিয়া নৃপ করিল পুছার।
"পদ্মাবতী বিবরণ কহ শুনি সার ॥
সত্য কহ শুকবর সত্য জগমূল।
সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল ॥
সত্যেতে বান্ধিছে সৃষ্টি সত্যবাদী জন।
সত্য হন্তে লক্ষ্মী বশ জানিও কারণ ॥
যথা সত্য তথাত সাহস সিদ্ধি পায়।
সত্য হন্তে[৪] সতী নারী স্বামী সঙ্গে যায় ॥[৫]
সত্য হন্তে সত্যবাদী দুই জগে তরে।
সত্যবাদী জনেরে জগতে স্নেহ করে ॥
পণ্ডিত চতুর তুমি সত্য কহ মোরে।
কিসের কারণে দেবী লুকাইল তোরে ॥"

২ ॥ নৃপতির মুখে হেন শুনিয়া উত্তর।
ভক্তিভাবে পত্নুত্তর দিল শুকবর ॥
"সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ।
পণ্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত ॥
সমুদ্রে বহিত্র মাঝে সত্য সে কাণ্ডার।[৫ক]
বিনি সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার ॥
সত্য সাক্ষী করি নিঃসরিল এই পন্থে।[৬]
সিংহল দ্বীপের রাজ-বালা গৃহ তন্তে ॥[৭]
রূপে গুণে পদ্মাবতী রাজার কুমারী।
পরম সুগন্ধি[৮] তনু বিধি অবতারি ॥
আর যত পত্নমিনী আছে সেই দ্বীপে।
তার প্রতিবিম্ব যেন[৯] জানিও স্বরূপে ॥
শশি নিষ্কলঙ্ক মুখ, পঙ্কজ-নয়ানী।
কনক-সুগন্ধি তনু দুআদশ বানি ॥[১০]
হীরামণি শুক মুই[১১] তার প্রিয়পাখী।
পাইল মনুষ্য শব্দ হৃদে হৈল আঁখি ॥"

৩ ॥ শুকে বাখানিল যদি রাণী পদ্মাবতী।
সেই পদ্মে অলি হৈয়া[১২] ভূলিল নৃপতি ॥
"নিকট আইসহ[১৩] মোর পক্ষী প্রিয়তম।
পুনরপি কহ সেই[১৪] বচন উত্তম ॥
কি নাম নৃপতি কোন্ মত সেই দেশ।
বিবরিয়া কহ পুনি কথা সবিশেষ ॥[১৫]
কোন মত রূপগুণ পদ্মাবতী রামা।
ভ্রমরা-সংযোগা কিবা কলিকা-উপমা ॥"[১৬]

৪ ॥ এতেক শুনিয়া শুকে বলে সবিনয়।
"সিংহল ত্রিদিব তুল্য শুন মহাশয় ॥
সুরূপ সৌষ্ঠব সুখ বিশেষ দেখিয়া।
সেই দ্বীপে[১৭] গেলে কেহ না আইসে[১৮] ফিরিয়া ॥
ছত্রিশ বরণ[১৯] ঘরে ঘরে পদ্মিনী।
সতত বসন্ত তথা দিবস রজনী ॥
নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফল ফুল।
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল ॥
নৃপতি গন্ধর্ব সেন তথা রাজ্যেশ্বর।[২০]
অপ্সরা বেষ্টিত যেহেন পুরন্দর ॥
সুকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা।
জিনিয়া সকল দ্বীপ সর্বগুণ[২১]যুতা ॥
পদ্মাবতী সাক্ষাৎ রমণী-কুল-শোভা।
মিহির-প্রভাবে যেন হীন চন্দ্রপ্রভা ॥"[২২]

৫ ॥ শুনিয়া কন্যার রূপ নৃপ[২৩] উল্লসিত।
প্রেমভাবে শরীর হইল পুলকিত ॥
পণ্ডিতের বচন জানিল তত্ত্বসার।[২৪]
চিত্ররূপ রহিলেক হৃদের[২৫] মাঝার ॥
মোহন মূরতি যদি হৃদে[২৬] প্রবেশিল।
ঘট পূর্ণ হই জ্যোতির্ময় প্রকাশিল ॥[২৭]
চিত্তের নয়ানে নিরখিল[২৮] রূপ ছায়া।
জল বিনু মীন যেন রক্ত বিনু কায়া ॥[২৯]
অনাহত চক্র মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর।
রূপ রসে বাক্য জালে সিঞ্চিল প্রচুর ॥[৩০]

শাখা পত্র বাঢ়িয়া পাতালে গেল মূল।
না জানি কি অবশেষে[৩১] ধরে ফল ফুল॥
তিন লোক বিচারিয়া মনে কৈল সার।
প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর॥

৬॥ শুকে বলে "প্রেমবাক্য না বল গোসাঞি।
প্রেমতুল্য কঠিন সংসারে কিছু নাই॥
আহার দর্শনে যেন পক্ষী মনে রস।[৩২]
পশ্চাতে বাজিলে ফান্দে বড়হি কর্কশ॥[৩৩]
প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তির নাহি আশ।
যবে করে ভাবকে সমূলে আপ্তনাশ॥"[৩৪]

৭॥ শুনিয়া কহিল রাজা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
"না বল পণ্ডিত হেন[৩৫] বচন নৈরাশ॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে।
দুই জগে তরে হেন নীতিশাস্ত্রে কহে॥
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি।
প্রেম-দুঃখ সহে যেবা পরসন[৩৬] বিধি॥
দুঃখ দেখি প্রেমপন্থে না করে গমন।
সংসারেতে নিঃস্বার্থ আইল সেই জন॥
এবে মুই প্রেমপন্থে চলিমু নিশ্চয়।
পায় না ঠেলিও শিষ্য গুরু মহাশয়॥
প্রিয়তমা দরশনে বিনি মাত্র দুঃখ।
নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত সুখ॥
মস্তক আপাদ আদি অলঙ্কার রূপ।
একে একে কহ শুক বচন স্বরূপ॥"

টীকা

১। দুলারী পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়।

২। অর্থাৎ পূর্বের সমস্ত ঘটনা শুধু স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।

৩। পূর্ণিমায় আকাশে তারা দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ লাগলে চাঁদ অন্ধকারে যায় এবং তারাগুলো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুঠে ওঠে।

৪। সত্যিকারের কোন ফল নয়। রূপকের ব্যঞ্জনায় এর অর্থ—পাখীর আহার্য হ'ল ফল এবং নিজের চেষ্টায় যখন সে ফল খেতে শেখে তখন সে উড়বার সামর্থ্য পায়।

৫। দেহের দশটি দ্বার—দুই কর্ণ, নাসিকার দুটি ছিদ্র, দুই চোখ, গলনালী (খাদ্যনালী), শ্বাসনালী, গুহ্যদ্বার ও মুত্রেন্দ্রিয়।

৬। মূলে 'গঢ়' ও 'কোট' দুটি শব্দ আছে। প্রথমটির অর্থ 'বড় দুর্গ' এবং দ্বিতীয়টির 'ছোট কিল্লা'।

৭। ব্রাহ্মণের আক্ষেপ।

৮। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্নরূপী পণ্ডিত। ইনি প্রাকৃত ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ ক'রেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে।

৯। হিন্দু বিবাহে অগ্নিসাক্ষী ক'রে এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে বিবাহকে শুদ্ধ করবার প্রথা প্রচলিত আছে। স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হবার কারণও বিবাহের অগ্নি প্রদক্ষিণের সত্যতা রক্ষা করবার জন্য। বৈদিক যুগে বিবাহের কনক-বন্ধন উৎসবে কন্যাকে লক্ষ্য ক'রে বর বলতো, "তোমাকে প্রথমে বধূ হিসেবে পেয়েছিলো সোম, তারপর গন্ধর্ব, সবশেষে অগ্নি। ঐশ্বর্য্য এবং সন্তানের জন্য অগ্নির কাছ থেকে আমি তোমাকে পেয়েছি।" (*Kama Kalpa* by P. Thomas, D. P. Taraporevala Sons and Co. Private Ltd., Bombay, 1963.)

পাঠান্তর ও টীকা

(শুক খণ্ড)

১। পাঠান্তর (আ) ওথাতে (শ) মূল (জা) মঁদির—মন্দির।

২। পাঠান্তর (আ) যাব (শ)।

৩। পাঠান্তর (আ) মহাবন খণ্ডে থাকি গেলা দিগন্তর (বা, এ, ১); মহাবনে চলিয়া গেলেন্ত দিগান্তর (বা, এ, ৫)।

৪। পাঠান্তর (আ) গাছের (ঢা, গ)।

৫। পাঠান্তর (আ) আন পক্ষী (ঢা, গ) পক্ষীগণে (বা, এ, ১)। মূল (জা) মিলে পংখি।—পক্ষীরা মিলে।

৬। পাঠান্তর (আ) নানা ফল আনিয়া দিলেক খাইবার (বা. এ, ১; বা, এ, ৫)।

৭। পাঠান্তর (আ) খাইয়া ভুগত মনে জনমিল সুখ (বা, এ, ১)। মূল (জা) পাই ভুগুতি সুখ মন ভএউ।

৮। পাঠান্তর (আ) বিস্মরিল মনেত পাইল পদ্মে দুঃখ (বা,এ, ১)।

৯। পাঠান্তর (আ) ত্রিভুবন কর্ত্তা (শ)। মূল (জা) আইস বিধাতা।

১০। পাঠান্তর (আ) ভোগ্য দাতা (ঢা, গ) ভক্ষ্য কর্ত্তা (শ)। মূল (জা) ভখ-দাতা।

১১। পাঠান্তর (আ) তাবৎ আহার আছে যবে উদয়াস্ত (ঢা, গ)। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সংশোধিত পাঠ: যাবৎ আহার আছে সবা উদরাস্ত। মূল (জা) তউ লহি সোগ বিছাহ কর ভোজন পরা ন পেট।—বিয়োগের শোক ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উদরে ভোজন না পড়ে। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে পদ্মাবতীর বিচ্ছেদে শুকের মনে যে শোক ছিলো, আহার্য গ্রহণের পর সে তা বিস্মৃত হয়েছিলো।

১২। পাঠান্তর (আ) সখীগণ (শ)।

১৩। পাঠান্তর (আ) চলি গেল শুকবর মায়া পরিহরি (বা, এ, ১)। মূল (জা) উড়ি গা পিঁজর ন বোলই ছুঁছা। অর্থাৎ শুক উড়ে গিয়েছে, এখন শূন্য পিঞ্জর আর কথা বলে না।

১৪। পাঠান্তর (আ) নয়ানের জলেত সম্পূর্ণ সরোবর (বা, এ, ১); নয়ানের জলে ভরপূর্ণ সরোবর (ঢা, খ)। মূল (জা) টূট পালি সরবর বহি লাগে। অর্থাৎ নয়নের জলে তীরভূমি ভেঙ্গে সরোবর প্রবাহিত হতে লাগলো।

১৫। পাঠান্তর (আ) কমল ডুবিয়া গেল নিন্দি মধুকর (ঢা, খ)। মূল (জা) কমল বুড় মধুকর উড়ি ভাগে। অর্থাৎ কমল ডুবলো এবং মধুকর উড়ে গেল।

১৬। পাঠান্তর (আ) কান্দিয়া উঠিল শীঘ্র না সম্বরি চুল (বা, এ, ১)।

১৭। মুকুতা—জলবিন্দু অর্থে।

১৮। পাঠান্তর (আ) প্রবোধ বচনে তবে কহে সব সখী (বা, এ, ১)। মূল (জা) চহুঁ পাস সমুঝাবহিঁ সখী।

১৯। পাঠান্তর (আ) হৈব (ঢা, খ)।

২০। পাঠান্তর (আ) পিঞ্জরে থাকিয়া পক্ষী হৈয়া মুকত (বা, এ, ১)।

২১। পাঠান্তর (আ) নানা করিলেহ না হএ করগত (বা, এ, ১)।

২২। পাঠান্তর (আ) যে জন যাহার সেই হৈল তাহার (বা, এ, ১)।

২৩। পাঠান্তর (আ) বার (বা, এ, ২)।

২৪। পাঠান্তর (আ) পিঞ্জর (বা, এ, ২)। মূল (জা) মজাঁরী।

২৫। নিজ গৃহে সরি (শ); নিজ গৃহ অনুসারী (বা, এ, ১)।

২৬। পাঠান্তর (আ) ব্যাধ আইল সঙ্গে তথা আটা নল জাল (ঢা, খ); ব্যাধ আইল সঙ্গে আটা টাটি জাল (বা, এ, ১); ব্যাধ আইল সঙ্গে তথা লই নল জাল (শ)। মূল (জা) আই বিআধ ঢুকা লেই টাটী।

২৭। পক্ষীগণে ভাবে মনে কি হৈল সংকট (বা, এ, ১)।

২৮। পাঠান্তর (আ) এতদিন এ বনে বসতি তরু ডালে (শ); কতকাল এই বনে বসি তরু ডালে (বা, এ, ১)। মূল (জা) এহি বন রহত গঈ হম আউ। অর্থাৎ এই বনে থেকে আমাদের আয়ু শেষ হল।

২৯। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পাঠ: "বিপরীত হৈল আজি এই রাজ্যখানি। চল এথা হতে ধাই থাকিতে পরাণি॥"—ভ্রান্ত পাঠ। জায়সীতে আছে—"আজ তো তরিবর চল ভল নাহি। আবহু বন ছাঁড়ি পবাহী॥"—আমার গৃহীত পাঠ জায়সীর অনুগত।

৩০। চলিল (শ)।

৩১। মূল (জা) সাখা দেখি রাজু জনু পাবা।—শাখা দেখে সে ভাবলো যেন রাজ্য পেয়েছে।—পাঠান্তর: বৃক্ষ ছায়া শাখা পরে (শ)।

৩২। পাঠান্তর (আ) আটা লক্ষ্যে (শ)।

৩৩। পাঠান্তর (আ) পাখা বন্দ হই শুক (শ)।

৩৪। শ' এর পাঠ: নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দী হৈল।
পাখাশূন্য করিয়া পেটারী মাঝে থুইল॥

৩৫। পাঠান্তর (আ) পক্ষীবর (শ)।

৩৬। মোর (বা, এ, ১)।

৩৭। পাঠান্তর (আ) যদি সে না হৈত পাপ আহারের আশে (শ)।

৩৮। পাঠান্তর (আ) সম্পাশে (শ)।

৩৯। পাঠান্তর (আ) এই বিষ আহার তেজএ সব বুদ্ধি (বা, এ, ১)।

৪০। পাঠান্তর (আ) জীবন রাখএ আর করে মৃত্যু শুদ্ধি (ঢা, খ)।

৪১। পাঠান্তর (আ) আমি মুর্খ না জানিয়া হএ কার্য্য সিদ্ধি (ঢা, খ)। মূল (জা) হম তউ বুদ্ধি সবাঁঙ্গ বিখ-চারা অস খাই। অর্থাৎ আমরা তো বিষ খেয়ে বুদ্ধি হারিয়েছি।

৪২। মূল (জা) তূঁ সুঅটা পণ্ডিত হতা তুঁ কিত কাঁদা আই। অর্থাৎ তুমি শুক পণ্ডিত হয়ে কি করে ফাঁদে পড়লে? বা, এ, ১ পুথিতে একটি অতিরিক্ত চরণ আছে—"ভাগ্যবিষে ব্যাধ হস্তে পক্ষী হৈল বন্দী।"

৪৩। পাঠান্তর (আ) নরগণ (ঢা, খ)।

৪৪। পাঠান্তর (আ) যদ্যাপি পণ্ডিত আমি হই শাস্ত্রবিদ (শ)।

৪৫। পাঠান্তর (আ) আপনে পণ্ডিত হেন যত কৈল গর্ব (শ)।

৪৬। পাঠান্তর (আ) সেই গর্বে খর্ব চূর্ব হইলেক সর্ব (শ)।

৪৭। পাঠান্তর (আ) এই আমি ভাবি মনে নিশ্চিন্ত রহিল (বা, এ, ১)।

৪৮। পাঠান্তর (আ) খেট (বা, এ, ১)। মূল (জা) খোঁচা।

৪৯। পাঠান্তর (আ) কার্য (বা, এ, ১)।

৫০। মূল (জা) গিউ।—গ্রীবা।

৫১। পাঠান্তর (আ) মুছিয়া আখির নীর (শ)। মূল (জা) আঁসু সব পোঁছে।

৫২। পাঠান্তর (আ) বিপদেতে, বিপণ্ডিত, বিপথেতে।

৫৩। যে ক্ষণে (শ)।

৫৪। রাগ কেদার গান্ধারের অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীতটি আলাওলের নিজস্ব। কোনও পাণ্ডুলিপিতেই এর কোনও শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যায়না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

(ক) প্রবন নয়ান মন বুদ্ধি পাছে গুণ
এক না আউত কাজে।
যে কিছু করম পাঠ বিহি নিয়াছে
পুনি অন্তর বিরাজে॥

মৃত্যু বিহি রিত বুঝ নাই যাই
মানস আন পহুকরে।

(খ) শ্রবণ নয়ান মনোবুদ্ধি জ্ঞান
যে কিছু করম পাঠ।
বিহি নি গুনে পেশা সে পুনি বিচার।

(গ) শ্রব এ নআন মনবুদ্ধিগুণ
এক ন হৈত কাজে।
যে কিছু করমের পাট বিপুলা হেন নাট
সে পুনি অন্তরে বিরাজে ॥
মৃত্যু আ বিহি রিত বুঝি নাই জাহি
মানস অন্য অন্য।
পহুকরে কে কর পরশ বিষ পাই

(ঘ) শ্রব এ নয়ান মন বুদ্ধি জ্ঞান
এক না অসয় কাজে।
যে কিছু করম পাট বিপুলা যে হেন নাট
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥
মৃত্তিকা অমিয়া বিহি রিত বুঝি নাহি জাহি
মনিষ্য আনে আনে।
পহুকরে কর ভাই পরম বিসম পাই
গুরু মুখে শুনি জনে ॥

ঘ—এর পাঠ হবীবী ছাপাখানায় মুদ্রিত পুঁথির (১৩১৭ সাল)। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এ-পাঠ অবলম্বন করে একটি গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ পাঠ নির্মাণ করেছেন। আমি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পাঠকেই গ্রহণ করেছি।

(রত্নসেন জন্ম-খণ্ড)

১। পাঠান্তর (আ) রাজা (ঢা, খ)।

২। পাঠান্তর (আ) তার ঘরে রত্নসেন জন্মিল যখন (শ)। মূল (জা) তেহি কুল রত্নসেন উঁজিআরা।—তার কুল রত্নসেন উঁজ্জ্বল করল।

৩। পাঠান্তর (আ) রাশি রাশি গ্রহ বিচারিয়া কহিল বিপ্রগণ (শ)।

৪। পাঠান্তর (আ) হৈব (শ)।

৫। পাঠান্তর (আ) রাজপুত্রগণ (শ)।

৬। অধিকাংশ পুথিতে ৩য়—৪র্থ চরণদ্বয়ের সঙ্গে ৭ম—৮ম চরণদ্বয়ের কয়েক প্রকার স্থান পরিবর্তন ঘটেছে।

৭। ১১শ—১২শ চরণের মূল হিন্দী পাঠে আছে: জস মালতী কহঁ তাঁর বিয়োগী। তস ওহি লাগি হোই য়হ জোগী ॥—অর্থাৎ যেমন মালতীর জন্য ভ্রমর বিয়োগী হয়, তেমনি তার (পদ্মাবতীর) জন্য এ ব্যক্তি যোগী হল।

৮। পাঠান্তর (আ) গিয়া (শ)।

৯। পাঠান্তর (আ) বিপ্রবর (বা, এ, ১)।

(বণিজার খণ্ড)

১০। পাঠান্তর (আ) হৈতে (শ)।

১১। পাঠান্তর (আ) পার হৈয়া (শ)।

১২। পাঠান্তর (আ) ধন বস্তু (শ)।

১৩। পাঠান্তর (আ) মাত্র (বা, এ, ১)।

১৪। পাঠান্তর (আ) তথা (শ)।

১৫। পাঠান্তর (আ) দুঃখিত (ঢা, গ)।

১৬। পাঠান্তর (আ) অনুশোচ করে মনে আইলুম এই হাটে (বা, এ, ১)।

১৭। পাঠান্তর (আ) লভ্যহীন মূল্য হানি (শ)।

১৮। পাঠান্তর (আ) না পুরিল মন আশ (ঢা, গ)।

১৯। ঋণিয়া ধরিলে দিমু কি বলি উত্তর (বা, এ, ১)।

২০। পাঠান্তর (আ) ভাবিতে ভাবিতে মুই হইলুম ফাঁফর (ঢা, গ); ভাবিয়া চিন্তিতে বড় হৈল ফাঁফর (শ)।

২১। কয়েকটী পুঁথিতে "এহি ভাবি প্রভুর চরণ" চরণদুটি নেই। পাঠান্তর হিসাবে পাই : "এহি ভাবে প্রভু পদে করি নিবেদন। মন অরি বর মাগে প্রভুর চরণ ॥" (ঢা, খ)

২২। পাঠান্তর (আ) স্বর্ণের তনু চঞ্চু জিনিয়া বান্ধুক (শ)।

২৩। পাঠান্তর (আ) আমি নরকুলে তুমি পক্ষী ও ব্রাহ্মণ (শ) ; তুমি পক্ষীকুলে জন্ম আমি ত ব্রাহ্মণ (ঢা ; খ) ; আমি নরকুলে তুমি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ (ঢা, গ)। মূল (জা) "হউঁ বাহমন অউ পণ্ডিত কহু আপন গুণ সোই।"—আমি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, আমার কাছে তোমার গুণের কথা বল।

২৪। পাঠান্তর (আ) সামান্য যে কীর্তিগুণ অযোগ্য গোপন (বা, এ, ১)।

২৫। পাঠান্তর (আ) বিপ্রবাণী (শ) ; দ্বিজ বাক্য (ঢা, খ)।

২৬। পাঠান্তর (আ) দুঃখ দশা কুল ধ্বংশ বচন না ফুরে (ঢা, গ)।

২৭। পাঠান্তর (আ) ভরি (শ)।

২৮। মূল (জা) "পণ্ডিত হোই সো হাট ন চঢ়া"—যে পণ্ডিত হয় সে হাটে চড়ে না। পাঠান্তর (আ) "পণ্ডিত হইয়া কেহ না বুঝিয়া সম"—মূলের সঙ্গে সঙ্গতি নেই, তাছাড়া কোনও পাণ্ডুলিপিতেও নেই। হবীবী ছাপাখানায় মুদ্রিত (১৩১৭) পুঁথিতে এ পাঠটি পাওয়া যায়।

২৯। মুল (জা) : "চহউঁ বিকয়ে ভুলি গাপঢ়া"—বিক্রীত হতে চেয়েছি এবং পাঠ ভুলেছি। পাঠান্তর (আ) : "বিকাইতে লাগিল সকল হৈল ভ্রম" হবীবী ছাপাখানার ভ্রান্ত পাঠ।

৩০। মূল (জা) : "রোঅত রকত এউ মুখ রাতা"—রোদনে রক্ত-অশ্রুতে মুখ রক্তবর্ণ হল। পাঠান্তর (আ) বহুত রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মুখ (ঢা, গ) ; হিঙ্গুল রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মুখ (ঢা, খ)।

৩১। পাঠান্তর (আ) পক্ষী দেহা (বা, এ, ১)।

৩২। পাঠান্তর (আ) : চাহত (বা, এ, ১)।

৩৩। পাঠান্তর (অ) জগৎ পড়িয়া ধন্ধ পরা কলিবুদ্ধি (ঢা, গ)।

৩৪। পাঠান্তর (আ) কর্ম (বা, এ, ১)।

৩৫। পাঠান্তর (আ) অর্থ (বা, এ, ১)।

৩৬। পাঠান্তর (আ) সবে খায় (শ)।

৩৭। পাঠান্তর (আ) মানব (শ)।

৩৮। পাঠান্তর (আ) শুক বিকাইয়া। বহিত্রে চড়িয়া। চলি আইল নিজ ঘর ॥ (বা, এ, ১)।

৩৯। পাঠান্তর (আ) নৃপতি গেলেক (বা, এ, ১)। মূল (জা) তব লাগি চিতর সেন সিউ সাজা—ততক্ষণ চিত্রসেন শিবলোকের জন্য সজ্জিত হলেন। আলাওল চরণটির ভাবানুবাদ করেছেন।

৪০। পাঠান্তর (আ) প্রসঙ্গ কহিল (শ)।

৪১। পাঠান্তর (আ) আনিয়াছে সিংহলের বস্তু বহুতর (শ)। মূল (জা) অউরূ বস্তু বহু সিংঘল-দীপী—আরও বহু বস্তু সিংহল দ্বীপের।

৪২। পাঠান্তর (আ) মহাবিদ্যা (শ)।

৪৩। পাঠান্তর (আ) কাঞ্চন রতন (বা, এ, ১)। মূল (জা)—'কাঞ্চন বরণ'।

৪৪। পাঠান্তর (আ)—শুনিতে শাস্ত্রের কথা সভা হয় স্তব্ধ (শ)। মূল (জা)—কবি বিআস পণ্ডিত সহদেউ—ব্যাসের মত কবি এবং সহদেবের মত পণ্ডিত। আমাদের গৃহীত পাঠটি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

৪৫। পাঠান্তর (আ) রাজা (বা, এ, ১)।

৪৬। পাঠান্তর (আ) সে শুক (শ)। মূল (জা)—বামহান সুয়া বেগি লেই আএ—ব্রাহ্মণ বেগে যেয়ে শুককে নিয়ে এল।

৪৭। পাঠান্তর (আ) বিপ্রে আশীর্ব্বাদ কৈল হই ত হরষিত (শ)।

৪৮। পাঠান্তর (আ) 'প্রচণ্ড প্রতাপ হৌক রাজ্য অখণ্ডিত'। (শ)।

৪৯। পাঠান্তর (আ) আশীর্ব্বাদি পুণ্যকে (বা, এ, ১)।

৫০। পাঠান্তর (আ) কোন ব্যক্তি সুখে করে প্রাণ সমর্পণ। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ হবীবী প্রেসের (১৩১৭ সাল) এ পাঠ গ্রহণ করেছেন। এ পাঠটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মূলে আছে 'সুয়া জীউ নহি করউ নিরারা'—শুকপ্রাণকে নিরালয় কোরো না অর্থাৎ শুকের প্রাণ নষ্ট কোরো না।

৫১। পাঠান্তর (আ)—তার বাস লৈল যথা গৃহে সুখবাসী (বা, এ, ১)।

৫২। পাঠান্তর (আ) রহে (শ)।

৫৩। পাঠান্তর (আ) বোরে নাহি বাক্য পুনি না আসে বয়ানে (শ)।

৫৪। পাঠান্তর (জা) পাপিষ্ঠ উদরে না ছাড়এ কোনমত (শ)। একটি পুথিতে ছাড়এ স্থলে রহএ আছে।

৫৫। পাঠান্তর (আ) আহার নিমিত্তে হয় (শ)।

৫৬। পাঠান্তর (আ) মিত্রজন সঙ্গে সেই করে শুভেদ (শ)।

৫৭। পাঠান্তর (আ) তাহার কারণে হয় এ দুঃখ কর্কশ (শ)।

৫৮। পাঠান্তর (আ) করয় মুখে বশ (শ)।

৫৮। পাঠান্তর (আ) বিশ্বাস (শ)।

৬০। পাঠান্তর (আ) কোনমতে (শ)।

৬১। পাঠান্তর (আ) জানিও সর্বথা (শ)।

৬২। পাঠান্তর (আ) বেদগ্রন্থ জ্ঞাতা (শ)।

৬৩। একটি পুথিতে দেড়লক্ষ পাঠ আছে। মূলে আছে লাখ টকা।

৬৪। পাঠান্তর (আ) ব্রাহ্মণকে (শ)।

৬৫। পাঠান্তর (আ) আশীর্ব্বাদ করি বিপ্র করিল পয়ান (শ)। মূল (জা) বিপর অসিস দেই কীন্হ পয়ানা—বিপ্র আশীর্ব্বাদ দিয়ে বিদায় নিল।

৬৬। পাঠান্তর (আ) সমুদ্রক (বা, এ, ১)।

৬৭। মূল (জা) ধনি সো নাউঁ হীরামনি রাখা। —ধন্য সেই যে তার নাম হীরামনি রেখেছে।

৬৮। নহে মৌনাইয়া থাকে (বা, এ, ১)।

৬৯। পাঠান্তর (আ)—নানাগুণ প্রসঙ্গ কহে জ্ঞানানুসারে (শ)।

(নাগমতী-শুক-সংবাদ খণ্ড)

৭০। পাঠান্তর (আ) অন্তঃপুরে (শ)।

৭১। পাঠান্তর (আ) শিকারে (শ)। মূল (জা) অহেরই, অর্থাৎ শিকার।

৭২। পাঠান্তর (আ) রচিয়া (শ)।

৭৩। পাঠান্তর (আ) আমার (শ)।

৭৪। পাঠান্তর (আ) তথা বক হংসতুল্য ভাবে সে আপন (শ)।

৭৫। এখানে মূলের অনুসরণে বিন্যাস সংশোধন করা হয়েছে। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে 'এক হস্তে ..গুণে রূপ' এই চরণের পরে এসেছে "স্বরূপে কুরূপে কেহ না গোঞায়" কাল। আমার পরীক্ষিত বা, এ, ১ পুথিতে মূলানুগ চরণের বিন্যাস পেয়েছি।

৭৬। পাঠান্তর (আ) হলাহল তুল্য হৈল মোর এই পাখী (শ)।

৭৭। পাঠান্তর (আ) যবে (বা, এ, ১)।

৭৮। এখানে ধাত্রীর নাম দামিনী ধরতে হবে। গ্রীয়ারসনের পাঠে মূল জায়সীতে 'ধামিনী' পাই। ধামিনী—ধাবিনী অর্থাৎ যে দ্রুত দৌড়তে পারে। তাহলে চরণের অর্থ দাঁড়ায় — দ্রুতগতি ধাত্রীকে ডেকে তিনি বললেন। জায়সীতে দামিনী পাঠান্তরও আছে। তাতে মনে হয় আলাওলের অবলম্বিত জায়সীর পুথিতে "দামিনী" পাঠই ছিল।

৭৯। যে জন পোষয় পুনি হৈল তাহার (শ)।

৮০। এহি দোষে হাটে তুলি বেচে বারবার (শ)। বিকাইল শব্দটি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, সেখানে আছে 'বিকানা'।

৮১। মার শুক নিয়া সাক্ষী নাহি যে স্থান (শ)। মূল (জা) লেই তহুঁ মারু যহুঁ নহিঁ সাখী।—সেখানে নিয়ে হত্যা কর যেখানে কোনও সাক্ষী নেই।

৮২। পাঠান্তর (আ) মারিবার (বা, এ, ১)।

৮৩। পাঠান্তর (আ) বুদ্ধিবন্ত ধাত্রি তবে চিন্তিল অপার (ঢা,গ)।

৮৪। পাঠান্তর (আ) এই শুক মারিলে পশ্চাতে হৈব দোষ (শ)।

৮৫। পাঠান্তর (আ) নিশ্চয়ই জান (শ)।

৮৬। পাঠান্তর (আ) বিমর্ষি না কৈলে কর্ম সুখের লক্ষণ (শ); বিমর্ষি করিলে কর্ম সুরের লক্ষণ (ঢা, গ)।

৮৭। পাঠান্তর (আ) পাছে (শ)।

৮৮। পাঠান্তর (আ) হরষিতে পশ্চাতে যাই হইবেক রোগ (বা, এ, ১)।

৮৯। মূলের সঙ্গে এই চরণের কোন সঙ্গতি নেই। মূলে আছে 'দুই সো ছপায়ে না ছপহিঁ এক হাতিআ এক পাপু'—হত্যা এবং পাপ এ দুটো বস্তুকে লুকাবার চেষ্টা করলেও লুকানো যায় না।

৯০। পাঠান্তর (আ) 'লুকাই' (শ)।

৯১। পাঠান্তর (আ)—মৃগয়া করিয়া নৃপ যদি আইলা ঘরে (শ)। মূলে রাজা রাত্রি-কালে ফিরে এলেন, একথাই আছে। মৃগয়ার কথা সেখানে নেই। কেননা কয়েক স্তবক পূর্বেই রাজা মৃগয়ায় গেলেন একথা বলা হয়েছে—'রাজা কতহুঁ আহরই গএ'। আলাওল সাধারণত মৃগয়ার পরিবর্তে অহের শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেমন রোসাঙ্গের তারিফ খণ্ডে বলেছেন, 'যবে রাজ্য অধিপতি অহেরে করয় গতি'। তাছাড়া মৃগয়া অথবা শিকার আধুনিক প্রয়োগসিদ্ধ, মধ্যযুগীয় প্রয়োগ হিসাবে 'অহের' কিম্বা 'আখেট'-কেই আমরা গ্রহণ করবো।

৯২। পাঠান্তর (আ) গোচরে (শ)। সম্পূর্ণ চরণেরও একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় —না দেখিল হীরামণি নয়ান গোচরে।

৯৩। এই চরণের পূর্বে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে দুটি অতিরিক্ত চরণ আছে—"কহিতে লাগিল নৃপ শুক না দেখিয়া। কেবা কোথা নিছ শুক দেও না আনিয়া।।" মূলে এ চরণ দুটি নেই। অধিকাংশ পুথিতেই এই চরণ দুটি নেই।

৯৪। পাঠান্তর—মার্জারে ধরিয়া খাইল দুষ্ট শুকবর (ঢা, গ)।

৯৫। পাঠান্তর (আ) জিজ্ঞাসিলাম, জিজ্ঞাসিলু, জিজ্ঞাসিল।

৯৬। পাঠান্তর (আ)—বলিলেক (বা, এ, ১)।

৯৭। পাঠান্তর (আ)—মার্তণ্ড প্রকাশ যেন হীন হয় শশী (শ)।

৯৮। মূল (জা) 'কা তোর পুরখ রইনি কর রাউ'—রাত্রির রাজা হচ্ছে তোমার পুরুষ।

৯৯। পাঠান্তর (আ) 'যেন', 'কথা'।

১০০। পাঠান্তর (আ) 'না জানে' (শ)।

১০১। পাঠান্তর (আ) যদ্যপি নৃপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত (শ)। এই চরণের পূর্বে বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত একটি পুথিতে অতিরিক্ত কয়েকটি চরণ আছে—

এ রাজ্য সম্পদ ধন মোর নাহি কাজ।
পুনি ন ভুঞ্জিমু মুই পাটেশ্বরী রাজ।।
সত্যবতী প্রাণ শুক কেনে কৈলা দুর।
নিজ গুণে প্রাণ রাখ শুক দিয়া মোর।।

১০২। পাঠান্তর (আ)—'রাজা' (শ)।

১০৩। পাঠান্তর—'প্রাণধন', 'ধনপ্রাণ'।

১০৪। 'অযোগ্য বচন শুভু না বলে পণ্ডিত' (শ)।

১০৫। পাঠান্তর (আ)—প্রাণের দুর্লভ শুক দেও নাগমতি (ঢা,গ)।

১০৬। পাঠান্তর (আ) —হৈবা স্বর্গগতি (বা, এ, ২)। মূল (জা)—সুআ সঁগ সতী—শুকের সঙ্গে সতী হও।

১০৭। মূল (জা)—চাঁদ জইস ধনি অহী—সুন্দরী চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিলেন। পাঠান্তর (আ)—চন্দ্রতুল্য ছিল সখী উজ্জ্বল বদন।

১০৮। মূল (জা) ভা পিউ রোস গহন অস গহী—পতির রোষে যেন তার মুখে গ্রহণ লাগল অর্থাৎ মুখ অন্ধকার হল।

৭৮। এখানে ধাত্রীর নাম দামিনী ধরতে হবে। গ্রীয়ারসনের পাঠে মূল জায়সীতে 'ধামিনী' পাই। ধামিনী—ধাবিনী অর্থাৎ যে দ্রুত দৌড়তে পারে। তাহলে চরণের অর্থ দাঁড়ায় — দ্রুতগতি ধাত্রীকে ডেকে তিনি বললেন। জায়সীতে দামিনী পাঠান্তরও আছে। তাতে মনে হয় আলাওলের অবলম্বিত জায়সীর পুথিতে "দামিনী" পাঠই ছিল।

৭৯। যে জন পোষয় পুনি হৈল তাহার (শ)।

৮০। এহি দোষে হাটে তুলি বেচে বারবার (শ)। বিকাইল শব্দটি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, সেখানে আছে 'বিকানা'।

৮১। মার শুক নিয়া সাক্ষী নাহি যে স্থান (শ)। মূল (জা) লেই তহঁ মারু যহঁ৷ নহিঁ সাখী।—সেখানে নিয়ে হত্যা কর যেখানে কোনও সাক্ষী নেই।

৮২। পাঠান্তর (আ) মারিবার (বা, এ, ১)।

৮৩। পাঠান্তর (আ) বুদ্ধিবন্ত ধাত্রি তবে চিন্তিল অপার (ঢা,গ)।

৮৪। পাঠান্তর (আ) এই শুক মারিলে পশ্চাতে হৈব দোষ (শ)।

৮৫। পাঠান্তর (আ) নিশ্চয়ই জান (শ)।

৮৬। পাঠান্তর (আ) বিমর্ষি না কৈলে কর্ম সুখের লক্ষণ (শ); বিমর্ষি করিলে কর্ম স্বরের লক্ষণ (ঢা, গ)।

৮৭। পাঠান্তর (আ) পাছে (শ)।

৮৮। পাঠান্তর (আ) হরষিতে পশ্চাতে যাই হইবেক রোগ (বা, এ, ১)।

৮৯। মূলের সঙ্গে এই চরণের কোন সঙ্গতি নেই। মূলে আছে 'দুই সো ছপায়ে না ছপহিঁ এক হাতিআ এক পাপু'—হত্যা এবং পাপ এ দুটো বস্তুকে লুকাবার চেষ্টা করলেও লুকানো যায় না।

৯০। পাঠান্তর (আ) 'লুকাই' (শ)।

৯১। পাঠান্তর (আ)—মৃগয়া করিয়া নৃপ যদি আইলা ঘরে (শ)। মূলে রাজা রাত্রি-কালে ফিরে এলেন, একথাই আছে। মৃগয়ার কথা সেখানে নেই। কেননা কয়েক স্তবক পূর্বেই রাজা মৃগয়ায় গেলেন একথা বলা হয়েছে—'রাজা কতহুঁ আহরই গএ'। আলাওল সাধারণত মৃগয়ার পরিবর্তে অহের শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেমন রোসাঙ্গের তারিফ খণ্ডে বলেছেন, 'যবে রাজ্য অধিপতি অহেরে করয় গতি'। তাছাড়া মৃগয়া অথবা শিকার আধুনিক প্রয়োগসিদ্ধ, মধ্যযুগীয় প্রয়োগ হিসাবে 'অহের' কিম্বা 'আখেট'-কেই আমরা গ্রহণ করবো।

৯২। পাঠান্তর (আ) গোচরে (শ)। সম্পূর্ণ চরণেরও একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় —না দেখিল হীরামণি নয়ান গোচরে।

৯৩। এই চরণের পূর্বে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে দুটি অতিরিক্ত চরণ আছে—"কহিতে লাগিল নৃপ শুক না দেখিয়া। কেবা কোথা নিছ শুক দেও না আনিয়া।।" মূলে এ চরণ দুটি নেই। অধিকাংশ পুঁথিতেই এই চরণ দুটি নেই।

৯৪। পাঠান্তর—মার্জারে ধরিয়া খাইল দুষ্ট শুকবর (ঢা, গ)।

৯৫। পাঠান্তর (আ) জিজ্ঞাসিলাম, জিজ্ঞাসিলু, জিজ্ঞাসিল।

৯৬। পাঠান্তর (আ)—বলিলেক (বা, এ, ১)।

৯৭। পাঠান্তর (আ)—মার্তণ্ড প্রকাশ যেন হীন হয় শশী (শ)।

৯৮। মূল (জা) 'কা তোর পুরখ রইনি কর বাউ'—রাত্রির রাজা হচ্ছে তোমার পুরুষ।

৯৯। পাঠান্তর (আ) 'যেন', 'কথা'।

১০০। পাঠান্তর (আ) 'না জানে' (শ)।

১০১। পাঠান্তর (আ) যদ্যাপি নৃপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত (শ)। এই চরণের পূর্বে বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত একটি পুঁথিতে অতিরিক্ত কয়েকটি চরণ আছে—

এ রাজ্য সম্পদ ধন মোর নাহি কাজ।
পুনি ন ভুঞ্জিমু মুই পাটেশ্বরী রাজ ।।
সত্যবতী প্রাণ শুক কেনে কৈলা দুর।
নিজ গুণে প্রাণ রাখ শুক দিয়া মোর ।।

১০২। পাঠান্তর (আ)—'রাজা' (শ)।

১০৩। পাঠান্তর—'প্রাণধন', 'ধনপ্রাণ'।

১০৪। 'অযোগ্য বচন শুভু না বলে পণ্ডিত' (শ)।

১০৫। পাঠান্তর (আ)—প্রাণের দুর্লভ শুক দেও নাগমতি (ঢা,গ)।

১০৬। পাঠান্তর (আ) —হৈবা স্বর্গগতি (বা, এ, ২)। মূল (জা)—সুআ সঁগ সতী—শুকের সঙ্গে সতী হও।

১০৭। মূল (জা)—চাঁদ জইস ধনি অহী—সুন্দরী চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিলেন। পাঠান্তর (আ)—চন্দ্রতুল্য ছিল সখী উজ্জ্বল বদন।

১০৮। মূল (জা) ভা পিউ রোস গহন অস গহী—পতির রোষে যেন তার মুখে গ্রহণ লাগল অর্থাৎ মুখ অন্ধকার হল।

৭৮। এখানে ধাত্রীর নাম দামিনী ধরতে হবে। গ্রীয়ারসনের পাঠে মূল জায়সীতে 'ধামিনী' পাই। ধামিনী—ধাবিনী অর্থাৎ যে দ্রুত দৌড়তে পারে। তাহলে চরণের অর্থ দাঁড়ায় — দ্রুতগতি ধাত্রীকে ডেকে তিনি বললেন। জায়সীতে দামিনী পাঠান্তরও আছে। তাতে মনে হয় আলাওলের অবলম্বিত জায়সীর পুথিতে "দামিনী" পাঠই ছিল।

৭৯। যে জন পোষর পুনি হৈল তাহার (শ)।

৮০। এহি দোষে হাটে তুলি বেচে বারবার (শ)। বিকাইল শব্দটি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, সেখানে আছে 'বিকানা'।

৮১। মার শুক নিয়া সাক্ষী নাহি যে স্থান (শ)। মূল (জা) লেই তহুঁ মারু যহুঁ নহিঁ সাখী।—সেখানে নিয়ে হত্যা কর যেখানে কোনও সাক্ষী নেই।

৮২। পাঠান্তর (আ) মারিবার (বা, এ, ১)।

৮৩। পাঠান্তর (আ) বুদ্ধিবন্ত ধাত্রি তবে চিন্তিল অপার (ঢা,গ)।

৮৪। পাঠান্তর (আ) এই শুক মারিলে পশ্চাতে হৈব দোষ (শ)।

৮৫। পাঠান্তর (আ) নিশ্চয়ই জান (শ)।

৮৬। পাঠান্তর (আ) বিমর্ষি না কৈলে কর্ম সুখের লক্ষণ (শ); বিমর্ষি করিলে কর্ম স্বরের লক্ষণ (ঢা, গ)।

৮৭। পাঠান্তর (আ) পাছে (শ)।

৮৮। পাঠান্তর (আ) হরষিতে পশ্চাতে যাই হইবেক রোগ (বা, এ, ১)।

৮৯। মূলের সঙ্গে এই চরণের কোন সঙ্গতি নেই। মূলে আছে 'দুই সো ছপায়ে না ছপহিঁ এক হাতিআ এক পাপু'—হত্যা এবং পাপ এ দুটো বস্তুকে লুকাবার চেষ্টা করলেও লুকানো যায় না।

৯০। পাঠান্তর (আ) 'লুকাই' (শ)।

৯১। পাঠান্তর (আ)—মৃগয়া করিয়া নৃপ যদি আইলা ঘরে (শ)। মূলে রাজা রাত্রি-কালে ফিরে এলেন, একথাই আছে। মৃগয়ার কথা সেখানে নেই। কেননা কয়েক স্তবক পূর্বেই রাজা মৃগয়ায় গেলেন একথা বলা হয়েছে—'রাজা কতহুঁ আহরই গএ'। আলাওল সাধারণত মৃগয়ার পরিবর্তে অহের শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেমন রোসাঙ্গের তারিফ খণ্ডে বলেছেন, 'যবে রাজ্য অধিপতি অহেরে করয় গতি'। তাছাড়া মৃগয়া অথবা শিকার আধুনিক প্রয়োগসিদ্ধ, মধ্যযুগীয় প্রয়োগ হিসাবে 'অহের' কিম্বা 'আখেট'-কেই আমরা গ্রহণ করবো।

৯২। পাঠান্তর (আ) গোচরে (শ)। সম্পূর্ণ চরণেরও একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় —না দেখিল হীরামণি নয়ান গোচরে।

৯৩। এই চরণের পূর্বে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে দুটি অতিরিক্ত চরণ আছে—"কহিতে লাগিল নৃপ শুক না দেখিয়া। কেবা কোথা নিছ শুক দেও না আনিয়া।।" মূলে এ চরণ দুটি নেই। অধিকাংশ পুথিতেই এই চরণ দুটি নেই।

৯৪। পাঠান্তর—মার্জারে ধরিয়া খাইল দুষ্ট শুকবর (ঢা, গ)।

৯৫। পাঠান্তর (আ) জিজ্ঞাসিলাম, জিজ্ঞাসিলু, জিজ্ঞাসিল।

৯৬। পাঠান্তর (আ)—বলিলেক (বা, এ, ১)।

৯৭। পাঠান্তর (আ)—মার্তণ্ড প্রকাশ যেন হীন হয় শশী (শ)।

৯৮। মূল (জা) 'কা তোর পুরখ রইনি কর বাউ'—রাত্রির রাজা হচ্ছে তোমার পুরুষ।

৯৯। পাঠান্তর (আ) 'যেন', 'কথা'।

১০০। পাঠান্তর (আ) 'না জানে' (শ)।

১০১। পাঠান্তর (আ) যগ্যপি নৃপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত (শ)। এই চরণের পূর্বে বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত একটি পুথিতে অতিরিক্ত কয়েকটি চরণ আছে—

এ রাজ্য সম্পদ ধন মোর নাহি কাজ।
পুনি ন ভুঞ্জিমু মুই পাটেশ্বরী রাজ ।।
সত্যবতী প্রাণ শুক কেনে কৈলা দূর।
নিজ গুণে প্রাণ রাখ শুক দিয়া মোর ।।

১০২। পাঠান্তর (আ)—'রাজা' (শ)।

১০৩। পাঠান্তর—'প্রাণধন', 'ধনপ্রাণ'।

১০৪। 'অযোগ্য বচন শুভু না বলে পণ্ডিত' (শ)।

১০৫। পাঠান্তর (আ)—প্রাণের দুর্লভ শুক দেও নাগমতি (ঢা,গ)।

১০৬। পাঠান্তর (আ) —হৈবা স্বর্গগতি (বা, এ, ২)। মূল (জা)—সুআ সঁগ সতী—শুকের সঙ্গে সতী হও।

১০৭। মূল (জা)—চাঁদ জইস ধনি অহী—সুন্দরী চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিলেন। পাঠান্তর (আ)—চন্দ্রতুল্য ছিল সখী উজ্জ্বল বদন।

১০৮। মূল (জা) ভা পিউ রোস গহন অস গহী—পতির রোষে যেন তার মুখে গ্রহণ লাগল অর্থাৎ মুখ অন্ধকার হল।

১০৯। পাঠান্তর (আ) সেবএ হরিল জান হৈয়া দোহাগ (বা, এ, ২)। মূল (জা) ভা দোহাগ সেবা হারী—যখন সেবা পরাজিত হল অর্থাৎ মূল্য থাকলো না তখন দুর্ভাগ্য উৎপন্ন হল।

১১০। পাঠান্তর (আ)—তিল এক ক্রোধে প্রিয়া হৈল বিমন (বা, এ, ১)।

১১১। 'গৌরব' (শ)। মূলে আছে 'গরব্'।

১১২। সেবা-ভক্তি-ত্রাসে মাত্র (শ)।

১১৩। ত্রাসযুক্ত হই দেবী (শ)।

১১৪। মূল (জা)—কহঁা সোনার পাস জেহি জাউঁ। দেই সোহাগ করই এক ঠাউ॥ —স্বর্ণকার কোথায় যার কাছে যাব, সে সোহাগা দিয়ে সব একত্রিত করবে।

১১৫। পাঠান্তর (আ)—এই রিষে নাশইছে কত কত জনে (বা, এ, ১)।

১১৬। ক্রোধযুক্ত হৈলে (শ)। মূলে 'রিস' শব্দটাই পাই।

১১৭। 'যার' (শ)।

১১৮। স্বামী-ক্রোধ ত্রাসযুক্ত যেই রিষহীন।

১১৯। পাঠান্তর (আ)—তার মুখ চন্দ্রতুল্য না হএ (শ)। মূল (জা)—'সোই চাঁদ অস নিরমর জরম ন হোই মলীন'—চাঁদের মত নির্মল তার মুখ জন্মভর মলিন হয় না।

১২০। কয়েকটি পুথিতে 'বলিয়া' এবং 'শুনিয়া' এ দুটি পাঠান্তর পাওয়া যায়।

১২১। সগর্ব্বে আসিলা রাণী স্বামীর সম্মুখে (শ)। অন্য একটি পুথির পাঠ—সে শুক লইয়া আইল স্বামীর সম্মুখ। এর পরে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র পুথিতে দুটি অতিরিক্ত চরণ আছে—'তবে দেবী নাগমতী হই মনে দুঃখ। কহিতে লাগিল প্রিয় পতির সম্মুখ॥' মূল জায়সীতে এ দুটি চরণ নেই। তাছাড়া আমার পরীক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও আমি এ পাঠ পাইনি।

১২২। মূল (জা): মানু মতী হউ গরব না কেনহা' অর্থাৎ, আমার বুদ্ধিকে তুমি স্বীকার কর, আমি গর্ব করিনি। মতি অর্থাৎ 'বুদ্ধি'। আলাওলের পাঠে মূলের শব্দগুলো থাকলেও অর্থ অন্য রকম হয়েছে—মানমতী হয়ে আমি গর্ব্ব করিনি।

১২৩। মূল (জা) 'সেবা করই জো বরহ-উ মাসা' —বারমাস যে সেবা করলাম।

১২৪। 'দোষ কর' (শ)।

১২৫। মূলে আছে, 'তুমহ্ সউঁ কোই ন জীতা হারে বররুচি ভোজ'—তোমার কাছে কেউ জয়লাভ করেনি—বররুচি এবং ভোজ উভয়ই পরাজিত হয়েছে। আলাওলের কোনও পুঁথিতে 'বররুচি' নামটি পাইনি। পাঠান্তর হিসেবে পাই: তোমারে চিনিতে পারে কোন ব্যাস ভোজ।

(রাজা-শুক-সংবাদ খণ্ড)

১। তারে (শ)।

২। শুককে (শ)।

৩। পরবর্তী দুইটি চরণ—"শুক সম্বোধিয়া পুছে নৃপ গুণমণি। পদ্মাবতী বিবরণ কহ সার শুনি ॥"—শ-এ আছে। আমার গৃহীত পাঠটি বা, এ, ৩ পুঁথির।

৪। হৈতে (বা, এ, ৩ ; শ)।

৫। এর পর বা, এ, ৩-এর পাঠ আরম্ভ হয়েছে, "শুকে বাখানিল যদি রাণী পদ্মাবতী" থেকে।

৫ ক। সত্যের কাণ্ডার (শ)।

৬। সত্য সাক্ষী হস্তে নিঃসরিল এই পথে (শ)।

৭। সিংহল দ্বীপের রাজ-বন্দী গৃহ হৈতে (শ)।

৮। সুন্দর (শ)। মূল : সুগঁধ রূপ।

৯। প্রতিনিধি হেন (শ)। মূলঃ "তিন্হকৈ ছাহঁা"—তার ছায়া।

১০। বা, এ, ১ পুথিতে এ-পাঠটি পাওয়া গেছে। 'দুআদশ' অর্থ দ্বাদশ। মূলেও এ-পাঠ আছে 'দুআদস বাণী'।

১১। আমি (শ)।

১২। হই (শ)।

১৩। নিকটে আইস (শ)।

১৪। শুনি (শ)।

১৫। যে কথা বিশেষ (শ)।

১৬। কোরক (বা, এ, ১)। মূল : 'কলি'।

১৭। দিগে (বা, এ, ৩) ; দেশে (বা, এ, ১)।

১৮। আসে (শ)।

১৯। 'ছাতিসৌ জাতী' (জা)।

২০। নরেশ্বর (বা, এ, ১)। মূল : বড় রাজা।

২১। যেন (বা, এ, ১)

২২। নিশাকর (বা, এ, ১)।

২৩। মন (বা, এ, ১)।

২৪। সব সার (ঐ)।

২৫। হৃদয় (শ)।

২৬। মনে (বা, এ, ১)।

২৭। ঘটে শূন্যাইয়া যদি হৃদে প্রকাশিল (বা, এ, ১)।

২৮। নিরখিলুম (বা, এ, ১)।

২৯। জল মীন দুগ্ধ লনি যেন এক কায়া (শ); জনমিল দুগ্ধে লনি যেন রক্ত কায়া (বা, এ. ১) এবং মূলের 'জল বিন্দু মীন রকত বিন্দু কায়া'—অবলম্বন ক'রে এ-চরণটি নির্মাণ ক'রতে হয়েছে।

৩০। রূপ রস বাক্য যোগে সৃজিল প্রচুর (শ)।

৩১। অবশেষে না জানি কি (বা, এ, ১)।

৩২। হর্ষ (শ)।

৩৩। বড়ই কর্কশ (শ)।

৩৪। আত্মনাশ (শ)।

৩৫। শুক (শ)।

৩৬। সুপ্রসন্ন (শ)।